বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থ-বছর ২০২১-২০২২

উপজেলা পরিষদ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

সহযোগিতায়: উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি)

স্থানীয় সরকার বিভাগ

উপজেলা পরিষদ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

উপদেষ্টা ঃ

মোঃ আছলাম হোসেন সওদাগর

মাননীয় সংসদ সদস্য, সংসদ সদস্য, ২৫, কুড়িগ্রাম-০১ (নাগেশ্বরী, ভূরুঙ্গামারী) ও উপদেষ্টা, উপজেলা পরিষদ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

পৃষ্ঠপোষকতায়

জনাব মোস্তফাজামান, চেয়ারম্যান, নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদ, কুড়িগ্রাম।
জনাব মোঃ রোকুনুজ্জামান শিমু, ভাইস চেয়ারম্যান, নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদ, কুড়িগ্রাম।
জনাব আমিনা বেগম অনন্যা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদ, কুড়িগ্রাম।

সম্পাদনায়ঃ

জনাব নুর আহমেদ মাছুম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

প্রকাশনা কমিটিঃ

জনাব নুর আহমেদ মাছুম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।
জনাব মোঃ ওয়াসিম আতাহার, উপজেলা প্রকৌশলী, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।
জনাব মোঃ মাইদুল ইসলাম, সহকারী প্রোগ্রামার (আইসিটি), নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।
জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।
জনাব রাজু আহম্মেদ, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, উপজেলা পরিষদ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

কারিগরি সহোযোগীতায়ঃ

জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম
উপজেলা ডেভলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর
উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা পরিষদ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

গ্রন্থস্বত্বঃ

উপজেলা পরিষদ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

প্রকাশকালঃ জুলাই-২০২১

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রচলন বহু বছর পূর্ব থেকে প্রচলিত থাকলেও উপজেলা পরিষদের ইতিহাস বেশি পুরাতন নয়। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে ১৯৮২ সালে প্রণীত অধ্যাদেশের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। ১৯৮৫ সালে প্রথম এবং ১৯৯০ সালে ২য় মেয়াদে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন হলেও ১৯৯১ সালে তৎকালীণ সরকার এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ পদ্ধতি বাতিল করে দিয়ে গ্রাম বাংলার উন্নয়নকে জনগণের অংশিদারিত্ব থেকে অনেক পিছিয়ে দিয়েছে ।

১৯৯৮ সালে উপজেলা পরিষদ আইন প্রণীত হলেও উক্ত সময়ে উপজেলা পরিষদের নির্বাচন হয়নি। দীর্ঘ সময় পর বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ রহিত করে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৮ জারির মাধ্যমে উপজেলা পদ্ধতি পূনঃপ্রচলন করে। ২০০৯ সালে বর্তমান সরকারের অধীনে সুষ্ঠুভাবে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন হয় এবং প্রায় একই সময়ে উপজেলা পরিষদ (রহিত পূনঃপ্রচলন ও সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ পাশ ও জারি করা হয় এবং পরিষদকে অধিকতর কার্যকর করতে ২০১১ সালে উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন পাশ হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারকে অনেক ধন্যবাদ।

সু-শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা প্রতিটি কাজে প্রতিটি মানুষের দাবী। সকল কাজ ও প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা, কর্মপদ্ধতি সুচিন্তিত হলে এবং তা যদি সৎ, সুশিক্ষিত, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও জনপ্রতিনিধি দ্বারা তৈরি করা ও বাস্তবায়িত হয়, তাহলে অবশ্যই সু-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কাজের দক্ষতা থাকবে, থাকবে জবাবদিহিতা ।

আমাদের এই দেশ এশটি উন্নয়নশীল দেশ। আমাদের সম্পদ সীমিত কিন্তু মানব সম্পদ অধিক তাই কোন পরিকল্পনা ছাড়া যত্রতত্র অর্থ ব্যয় করে কোন কাজ করলে আমরা কোন দিনই উন্নতির শিখরে আরোহন করতে পারবোনা। তাই বর্তমান সরকার বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামকে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগাতে প্রতিটি উপজেলায় জনসাধারণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা বার্ষিকী কর্মকান্ড পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রনয়ণের নির্দেশনা দিয়েছেন। তাই উপজেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধি ও সর্বস্তরের জগনের সমন্বয়ে ২০২১-২০২২ খ্রিঃ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়।

আমি একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে এই প্রত্যাশা করি যেন নাগেশ্বরী উপজেলার প্রতিটি মানুষ উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত না হয়। আমরা হয়তো জনগণের সব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবনা। কিন্তু চেষ্টা করতে হবে একটু দায়মুক্ত হতে পারি কিনা। জনপ্রতিনিধি এবং উপজেলা প্রশাসন যদি একত্রিত হয়ে কাজ করে তাহলে আমার মনে হয় আমরা আমাদের লক্ষ্য পৌছতে পারব।

তাই নাগেশ্বরী উপজেলার প্রতিটি মানুষ যেন এই কর্ম পরিকল্পনার সুফল ভোগ করতে পারে সে জন্য আমি বর্তমান সরকারের আন্তরিকতার হাতকে আর ও সম্প্রসারিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। নাগেশ্বরী উপজেলার প্রতিটি মানুষ সুখে ও শান্তিতে থাকুক এই আমার একমাত্র প্রত্যাশা।

(মোস্তফা জামান)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, নাগেশ্বরী, কড়িগ্রাম।

সম্পাদকীয়

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ত্রীব গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্খিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য এতদসংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের বিকল্প নেই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামোসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাগেশ্বরী উপজেলার অবস্থান অনেক পিছনে। আগামী এক বছরে এ সকল ক্ষেত্রে কাম্যমান অর্জনের মাধ্যমে নাগেশ্বরী উপজেলাকে সুখী, সমৃদ্ধশালী, দারিদ্রমুক্ত, শিক্ষিত, আনুষ্ঠানিক উপজেলা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে উপজেলা পরিষদ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনঅংশগ্রহণ বর্তমান সময়ের একটি আলোকিত বিষয়। বাংলাদেশের সংবিধানে তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্থানীয় সরকারকে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান এবং সাথে জনগণের অংশগ্রহনে গুরত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। উন্নয়ন কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বা মতামত প্রদানের বিষয়টি অবশ্যই খুবই ইতিবাচক ও যুগপযোগী। এর মাধ্যমে স্থানীয় উপকারভোগীরা কার্যক্রমটিকে একান্ত নিজের মনে করতে পারে এবং সুষ্ঠভাবে প্রকল্প বা কাজটি বাস্তবায়নের জন্য স্বেচ্ছায় অবদান রাখে।

নাগেশ্বরী উপজেলায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনঅংশগ্রহণে তথা জনগণের মতামতের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিগত বছর সমুহে রাজস্ব উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তির ধারবাহিকতায় ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য প্রাপ্তির বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে টেকশসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)'র লক্ষ্য সমুহ অর্জনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

আশা করা যায় নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদ আগামী এক বছরে দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্নয়নে অশেষ অবদান রাখবে।

(নুর আহমেদ মাছুম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

সূচিপত্র

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম

ক্রমিক	অধ্যায়/বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়ঃ আর্থ-সামাজিক তথ্য- উপজেলা পরিষদ এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (মানচিত্রসহ ভৌগলিক, প্রাকৃতিক, ঐতিহ্যগত বিবরণী)		
১.১	ভূমিকা	১
১.২	নাগেশ্বরী উপজেলার নামকরন	১
১.৩	নাগেশ্বরী উপজেলার পটভূমি	১
১.৪	প্রাচীন কীর্তি:	২
১.৫	ভাষা ও সংস্কৃতি	২
১.৬	মুক্তিযুদ্ধে নাগেশ্বরী	৩
১.৭	উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত	৩
১.৮	নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল সংখ্যা:	৩
১.৯	উপজেলা পরিষদ এর মৌলিক তথ্য	৪-৫
১.১০	বিভাগ ভিত্তিক তথ্য	৬-১৫
১.১১	উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল সংখ্যা।	১৬
১.১২	নাগেশ্বরী উপজেলার মানচিত্র	১৭
দ্বিতীয় অধ্যায়: সম্পদের চিত্রায়ন		
২.১	বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলার চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম	১৮-২৭
তৃতীয় অধ্যায়: পরিস্থিতি বিশ্লেষন স্বারণী ও ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ		
৩.১	বিভাগ ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষন	২৮-৩৪
চতুর্থ অধ্যায়: রূপকল্প ও বাজেট বিবরণী		
৪.১	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের রূপকল্প	৩৫
৪.২	উপজেলা পরিষদের বাজেট সার-সংক্ষেপ (২০২১-২০২২ অর্থ বছর)	৩৬-৩৯
পঞ্চম অধ্যায়: বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য		
৫.১	পরিকল্পনা কি	৪০
৫.২	উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ	৪০
৫.২.১	জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ	৪০
৫.২.২	খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা	৪০
৫.২.৩	উপজেলা পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহ	৪০
৫.২.৪	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম-প্রবাহ ও সময়সূচি	৪১
৫.২.৫	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ	৪১
৫.৩	পরিকল্পনার ফরম্যাট	৪২
ষষ্ঠ অধ্যায়: প্রকল্প সারসংক্ষেপ		
৬.১	নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ অর্থ বছর	৪৩-৪৫
৬.২	প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ	৪৬-৫৬
সপ্তম অধ্যায়: মূল্যায়ন ও তথ্যচিত্র		
৭.১	প্রকল্প/স্কিম মূল্যায়ন পদ্ধতি	৫৭
৭.২	সুশাসন নিশ্চিত করার পদ্ধতি	৫৭
৭.৩	পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দের নাম, পদবিসহ মোবাইল নং ইমেল আইডিসহ ছবি	৫৮
৭.৪	উপজেলার জনপ্রতিনিধিগণের নাম ও পদবিসহ মোবাইল নম্বর	৫৮-৫৯
৭.৫	বিগত ২০২০-২১ বছরের উন্নয়ন কর্মকান্ডের কিছু ছবি	৬০

প্রথম অধ্যায়

(আর্থ-সামাজিক তথ্য- উপজেলা পরিষদ এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (মানচিত্রসহ ভৌগলিক, প্রাকৃতিক, ঐতিহ্যগত বিবরণী)

১.১ ভূমিকা

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্তরের স্থানীয় সরকার। উপজেলা পরিষদ আইনে ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১১) পঞ্চবার্ষিক ও মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকে অন্যতম কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ আইনের ২৩ ধারা অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের কার্যাবলীর তালিকায় পঞ্চবার্ষিক ও বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা প্রথম স্থানে রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে স্থানীয় সরকার তথা উপজেলা পরিষদের ভূমিকা ইতোমধ্যে বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। পরিকল্পনা ছাড়া কোন জাতি, দেশ বা সমাজ উন্নতির শিখরে অগ্রসর হতে পারেনা। পরিকল্পনা প্রণয়নে জাতীয় বা দেশ ভিত্তিক ফলাফল অর্জনের দিকে গুরুত্বারোপ করা হয় এবং নিম্ন থেকে উর্ধ্বমূখী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ নীতি ও কর্মসূচীর অংশ হিসেবে স্থানীয় জনগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা এবং অগ্রাধীকার ভিত্তিতে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের ভিশন-২০৪১, এসডিজি এবং উপজেলা পরিষদের সীমিত সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপজেলার জনগণের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নাগেশ্বী উপজেলা পরিষদ জুলাই ২০২১ মাসে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। উপজেলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যগণ তাদের আগামী পাঁচ বছরের জন্য যেসমস্ত কর্মসূচী গ্রহন করবে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এই পরিকল্পনায়। পরিকল্পনাটি আগামী ২০২১-২০২২ মেয়াদে উপজেলা পরিষদের উন্নয়নের সিড়ি হিসাবে কাজ করবে; যা সময়পোযোগী কর্মসূচী গ্রহনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

১.২ নাগেশ্বরী উপজেলার নামকরন

নাগেশ্বরী নদীর নাম করণের সাথে জড়িয়ে আছে নাগেশ্বরী উপজেলার নাম করণ। নাগেশ্বরী নদীর নাম অনুযায়ী এ এলাকার নাম হয় নাগেশ্বরী। নাগেশ্বরী নদীর নাম করণ নিয়ে দু'টি মত প্রচলিত আছে। নাগা সন্যাসীরা পুঁজা অর্চনা করতে আসতো নাগেশ্বরী মহাবিদ্যালয়ের পশ্চিমে নাগেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত মন্দিরে। এ থেকে এ নদীর নাম নাগেশ্বরী । আবার কেউ কেউ মনে করেন, এ নদীতে বিভিন্ন প্রজাতির নাগ বা সাপ, যেমন-শীষ নাগ, কাল নাগ, পঙ্খীরাজ নাগ, দুধ নাগ ইত্যাদি থাকতো। তাই এ নদীর নাম হয়েছে নাগেশ্বরী। আর নাগেশ্বরী নদীর নাম অনুযায়ী এলাকার নাম হয়েছে নাগেশ্বরী। বর্তমানে নাগেশ্বরী নদী মৃত হয়ে নাগেশ্বরী বিলে রুপান্তরিত হয়েছে।

১.৩ নাগেশ্বরী উপজেলার পটভূমি

অতীতে এ উপজেলা প্রাচীন কামরুপ বা প্রাক জ্যোতিষপুর রাজ্যের অধীনে ছিল। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের শাসনকর্তা গিয়াসুদ্দিন খিলজী কামরুপ দখল করেন। এ সময় ব্রক্ষপুত্র উপত্যকা অর্থাৎ সমগ্র নাগেশ্বরী তাঁর হস্তগত হয়। বাদশা মোহাম্মদ শাহর আদেশে তাঁর ভাগ্নে মালিক খসরু কুড়িগ্রামের ব্রক্ষপুত্র নদ দিয়ে চীন বিজয়ে অগ্রসর হন। কিন্তু অতিবৃষ্টি দুর্গম পথ ও পাহাড়ী ঢলের কারণে বিপক্ষ দলের আক্রমনের শিকার হয়ে এক লক্ষ অশ্বারোহী বাহিনী থাকা সত্বেও তিনি বিফল হয়ে ফিরে আসেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অহোমগণ ব্রক্ষপুত্র নদের পূর্বাংশ (গোয়ালপাড়া জেলা ব্যতীত সমগ্র আসাম অঞ্চল) দখল করে এর নাম করণ করেন অহম রাজ্য। এ সময় কামরুপ রাজ্যের পশ্চিম সীমানায় কামাতাপুর নামে একটি পৃথক রাজ্য স্থাপিত হয়। এ রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল বর্তমান কুড়িগ্রামের রৌমারী, রাজিবপুর ব্যতীত কুড়িগ্রামের সমগ্র অঞ্চল ও আসামের গোয়ালপাড়া এবং ধুবড়ী। সে সময় নাগেশ্বরী কামাতাপুর রাজ্যের অধীনস্থ ছিল। ভূরুঙ্গামারী বাসষ্ট্যান্ডের নিকটবর্তী কামাত আঙ্গারিয়া গ্রাম কামাতপুর রাজ্যের ঐতিহ্য বা সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

গৌড়ের সুলতান বারবক শাহ্ এর সেনাপতি শাহ ইসমাইল গাজী ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে কামরুপ জয় করেন। এ সময় বৃহত্তর রংপুর জেলা তাঁর হস্তগত হয়। নাগেশ্বরী সন্তোষপুর নামক স্থানে শাহ্ ইসমাইল গাজীর সাথে কামরুপের অধিপতি কামেশ্বরের যুদ্ধ হয় বলে ধারণা করা হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কামাতাপুর রাজ্যে খেন বংশীয় হিন্দু রাজারা কিছু কালের জন্য রাজত্ব করেন। ১৫০৬ সালে তরবক খা নাগেশ্বরী তথা কামাতাপুর রাজ্য দখল করতে বিশাল নৌবহর নিয়ে ব্রক্ষপুত্র নদ দিয়ে আগমন করেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। পরবর্তীতে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ'র দুর্বল উত্তরাধীকারীদের সুযোগে বিষ্ণু নামক একজন কোচ সর্দার আফগান শাসনের অবসান ঘটিয়ে তৎকালীন বৃহত্তর রংপুরের একাংশ দখল করে এর নামকরণ করেন কোচ বিহার। এ সময় নাগেশ্বরী কোচ বিহারে অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত কোচ বিহার স্বাধীন রাজ্য হিসেবে বিরাজমান ছিল।

১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে শের শাহ বাংলাদেশ দখল করার সময় নাগেশ্বরী অঞ্চলকে কোচবিহার থেকে সুবে বাংলা প্রদেশের অধীনস্থ করেন। তিনি শাসন কার্যের সুবিধার্থে তৎকালীন পুরো বাংলাকে ১৯টি সরকারে বিভক্ত করেন। এর একটি হলো ঘোড়া ঘাট সরকার (বর্তমানে দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভূক্ত)। নাগেশ্বরী তখন ঘোড়াঘাট সরকারের অধীনে ছিল। তিনি এর কিছু দিন পর ঘোড়াঘাট সরকারের কিছু অংশ তথা বাহারবন্দ (বর্তমানে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা) ভিতরবন্দ (বর্তমানে নাগেশ্বরী উপজেলা) পাঙ্গা (বর্তমানের বড়বাড়ী) কোটেশ্বর, গয়বাড়ী (বর্তমানের ভূরুঙ্গামারী উপজেলা) পূর্বাভাগ (বর্তমানের ফুলবাড়ী উপজেলা) পাটগ্রাম (লালমনির হাট জেলার অধীনস্থ উপজেলা) ভবানীগঞ্জ (গাইবান্ধা জেলার অধীনস্থ উপজেলা) প্রভৃতি নিয়ে বাঙ্গালভূম সরকার গঠন করেন। যেহেতু এ এলাকা সবাই দখল করতে চাইত তাই শেরশাহ এ অঞ্চলকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার জন্য এর নাম করণ করেন "সরকার বাঙ্গালভূম" বা বাংলার ভূমি। শের শাহ'র মৃত্যুর পর কোচ রাজা ১৫৪৫ সালে সরকার বাঙ্গালভূম নিজ দখলে নিয়ে আসেন। সম্রাট আকবরের সময়ও এ অঞ্চল মোঘলরা কোচদের কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারেনি। ১৬৬১ সালে আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলা কোচবিহার আক্রমণ করেন এবং সরকার বাঙ্গালভূম উদ্ধার করেন। এ সময় মীর জুমলা ভূরুঙ্গামারী উপজেলার মোঘলকাটায় প্রায় তিন বছর অবস্থান করেন। দ্বিতীয় বার তিনি ফিরে যাবার সময় ১৬৬৩ সালে পথিমধ্যে অসুস্থ্য হয়ে আসামের মানকের

চরে মৃত্যু বরণ করেন। আসামের একটি পাহাড়ে তাঁকে সমাহিত করা হয়। এ পাহাড়টি বর্তমানে মীর জুমলা পাহাড় নামে পরিচিত। তখন থেকে নাগেশ্বরী মোঘল এবং তাদের সৃষ্ট জমিদারদের দ্বারা শাসিত হত।

থানা সৃষ্টির প্রেক্ষাপট : ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের ফলাফলকে এ অঞ্চলের মানুষ মেনে নেয়নি। এ কারণে বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার কিছু অংশের স্থানীয় অধিবাসী একটি স্বাধীন রাজ্য ঘোষনা করে এবং এ স্বাধীন রাজ্যের নাম করণ করেন স্বাধীন রঙ্গপুর রাজ্য। নুরুলদীন এ রাজ্যের নবাব হিসেবে দায়িত্ব নেন। তাঁর নেতৃত্বে জমিদাররা অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত নাগেশ্বরী অঞ্চল মুক্ত রাখেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত ইংরেজরা স্বাধীন রঙ্গপুর দখল করার জন্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত যুদ্ধ পরিচালনা করে। এ যুদ্ধ মোকাবেলা করার জন্য নবাব নুরুলদীন রঙ্গপুর রাজ্যকে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করেন। ইংরেজদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রত্যেকটি অংশকে একটি প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে স্বীকৃতি দেন ও প্রত্যেক ইউনিটে সেনা ছাউনি নির্মাণকরেন। এ সেনা ছাউনিতে নবাব নুরুলদীনের সৈনিকরা অবস্থান করতো বলে স্থানীয় ভাষায় লোকজন বলত যে, সৈনিকরা সেনা ছাউনিতে থানিয়েছে অর্থাৎ অবস্থান নিয়েছে। আর এই সেনা ছাউনিকে বলা হতো "থানা"। এভাবেই সে সময়ের থানা নামক প্রশাসনিক এককের উদ্ভব ঘটে। নাগেশ্বরী'র পায়ড়াডাঙ্গা ছিল নবাব নুরুলদীন প্রতিষ্ঠিত একটি থানা যার অন্তর্গত ছিল বর্তমান নাগেশ্বরী, ভূরুঙ্গমারী ও ফুলবাড়ী উপজেলা। যা শাসিত হতো অভয়গীর নামক একজন বীর সেনাপতি বা থানাদার কর্তৃক। বর্তমানে এটি পায়ড়াডাঙ্গা মঠ বলে পরিচিত। এভাবেই নবাব নুরুলদীন এর আমলে প্রথম "থানা" ধারনাটির জন্ম হয়। পরবর্তীতে পুলিশ ষ্টেশনের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে নুরুলদীন ব্যবহৃত "থানা" শব্দটি গৃহীত হয়।

থানা সৃষ্টির সময়: অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকে রঙ্গপুর রাজ্যের পতন হয় এবং নাগেশ্বরী থানা এ দেশের ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত সর্বশেষ স্বাধীন থানা/এলাকা। কর্ণ ওয়ালিশ কোড অনুযায়ী ইংরেজরা বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে পুলিশ ষ্টেশন স্থাপন করলেও নাগেশ্বরী পুলিশ ষ্টেশন স্থাপিত হয় অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকে। উল্লেখ্য যে ইংরেজরা এ উপজেলা দখল করার পর নাগেশ্বরী থানাকে পায়রাডাঙ্গায় পুন: প্রতিষ্ঠা না করে পায়রাডাঙ্গার ৩ মাইল উত্তরে হলদিকুড়া ব্রীজের নিকট থানা স্থাপন করেন। ১৯১১ সালে নাগেশ্বরীকে ভেঙ্গে ভূরুঙ্গামরী নামক অন্য একটি থানা গঠণ করা হয়।

উপজেলায় উন্নীত করণ: এরশাদ সরকার আসার পর প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে থানাকে মান উন্নীত থানায় রুপান্তর করেন। এসব মান উন্নীত থানাকে পরবর্তীতে উপজেলা হিসেবে নাম করণ করা হয় এবং প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে মহুকুমা বিলুপ্ত করা হয়। ১৪ এপ্রিল ১৯৮৪ তারিখে নাগেশ্বরী থানাকে উপজেলায় রুপান্তর করা হয়।

১.৪ প্রাচীন কীর্তি:

বাড়ী/বাসাঃ জনাব মো: মোজাম্মেল হক প্রধান এর নাগেশ্বরী বাস ষ্ট্যান্ড এ মনোরম পরিবেশে আধুনিক মডেলে ৫তলা ভবন এবং পৌর মেয়র জনাব মোহাম্মদ হোসেন ফাকু ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব মো: খায়রুল আলম এর নাগেশ্বরী কেরামতিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সন্নিকটে দ্বিতল আধুনিক মডেলে তৈরী বাড়ী, জনাব মো: আদম আলী মিয়ার জে.ডি.সি'র সামনে দ্বিতল আধুনিক মডেলে তৈরী বাড়ী, অধ্যাপক নিজাম উদ্দীন আহম্মেদ এর নাগেশ্বরী আলিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন বাড়ী এ উপজেলায় দৃষ্টি নন্দন ইমারত হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে অন্যকোন ভবনকে দৃষ্টি নন্দন ইমারত হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ নেই।

বাণিজ্যিক ইমারতঃ নাগেশ্বরী বাসা বাসষ্ট্যান্ড মসজিদের বিপরীত দিকে জনাব মো: শাহজাহান খন্দকার এর দ্বীতল ভবন, জনাব নাগেশ্বরী বাসষ্ট্যান্ডে মো: মোজাম্মেল হক প্রধান এর ত্রীতল ভবন, নাগেশ্বরী কলেজ মোড়ে প্রীতিলতা মার্কেটস্থ জনাব রবিউল ইসলাম খান এর দ্বিতল ভবন এবং উপজেলা ভূমি অফিস সন্নিকটে জনাব জাফর সরকারের দ্বিতল বাণিজ্যিক ভবন এ উপজেলায় দৃষ্টি নন্দন বাণিজ্যিক ইমারত হিসেবে পরিচিত।

ভিতরবন্দ রাজবাড়ীঃ ভিতরবন্দ রাজবাড়ী কুড়িগ্রাম সদর হতে ১৮ কিঃমিঃ উত্তরে ও নাগেশ্বরী উপজেলা সদর হতে ১০ কিঃমিঃ দক্ষিনে অবস্থিত। এখানে রিক্সা, মিনিবাস যোগে যাওয়া যায়।

১.৫ ভাষা ও সংস্কৃতি

নাগেশ্বরী উপজেলার ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগলিক অবস্থান এই উপজেলার মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি গঠনে ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত এই উপজেলাকে ঘিরে রয়েছে উত্তরে- ভারতের কোচ-বিহার, দক্ষিনে- কুড়িগ্রাম সদর, পূর্বে- ভারতের অসাম রাজ্য এবং পশ্চিমে- ফুলবাড়ী উপজেলা। এখানে ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য রংপুরের অন্যান্য উপজেলার মতই, তবুও কিছুটা বৈচিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন কথ্য ভাষায় মহাপ্রাণধ্বনি অনেকাংশে অনুপস্থিত, অর্থাৎ ভাষা সহজীকরণের প্রবণতা রয়েছে। নাগেশ্বরী উপজেলার আঞ্চলিক ভাষার সাথে কুড়িগ্রাম জেলার অন্যান্য উপজেলা, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার ভাষার মিল রয়েছে। ভাওয়াইয় ও পালা গান উপজেলার সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।

নাগেশ্বরী মাত্র ১০৩১৮২.৪৪ একর ভূমির একটি জনপদ। এই এলাকার হিন্দু ও মুসলিম সমপ্রদায়ের মধ্যকার সম্প্রিতি ইতিহাস বিদিত জমিদারী শাসন আমল হতেই এই এলাকায় প্রথা অনুসারে প্রতি বছর নানা ধরনের উৎসব পালিত হতো। এই উৎসবে যাত্রা, পালাগান ও বিভিন্ন প্রকার সঙ্গীতের আয়োজন করা হতো। এতে প্রভাবশালী মুসলমানরাও অংশ গ্রহণ করতো ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকতেন এবং মঞ্চে অভিনয় করতেন।

এই অঞ্চলে বিয়ে শাদী, জন্ম, খতনা নিয়ে অনেক উৎসব পালন করা হয়। বিয়ে বাড়িতে বর আগমনের জন্য কলাগাছ দিয়ে তোরন নির্মাণ করে বরকে অভ্যর্থনা জানানো হতো। বর পক্ষ এবং কনে পক্ষের মধ্যে বিয়ের গান (গীত) আকারে প্রশ্ন উত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করতে হয়। তোরনের দুই পাশে দাড়িয়ে প্রশ্ন উত্তর শেষে জয় পরাজয় নির্ধারন করে তোরনের মধ্য দিয়ে শরবত যাওয়ায় প্রবেশ করতে হত।

১.৬ মুক্তিযুদ্ধে নাগেশ্বরী

তালতলা: সন্তোষপুর ইউনিয়নের নিলুর খামার মৌজার তালতলায় পাক বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তালতলা যুদ্ধক্ষেত্রটি সন্তোষপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের নিকট অবস্থিত।

উত্তর ব্যাপারীর হাট যুদ্ধক্ষেত্র : সন্তোষপুর ইউনিয়নের উত্তর ব্যাপারী হাটের নিকট ৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাকবাহিনীর কয়েকদফা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তন্মধ্যে ঐ বছর ২৬ রমজানের দিনে পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াই ছিল উল্লেখ করার মতো। ঐ দিন পাকবাহিনীর অতর্কিত হামলায় মুক্তিযোদ্ধারা দিশেহারা হয়ে নিরাপদ দুরত্বে প্রস্থান করলে বিক্ষুব্ধ পাকসেনারা গ্রাম বাসীকে তাড়িয়ে এনে পাশ্ববর্তী বাঁশঝাড়ের নিকটে জড়ো করে এবং সেখানে ষ্টেনগানের গুলিতে আবাল বৃদ্ধ বনিতাসহ মোট ৬২ জনকে হত্যা করে। তাছাড়াও গ্রাম বাসীদের বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে দেয়। নাগেশ্বরী থানার সবচেয়ে বড় বধ্যভূমি হিসেবে এ স্থানটি চিহ্নিত।

চন্ডিপুর যুদ্ধক্ষেত্র :'৭১ সালে ট্রাকে করে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সুসজ্জিত দল ধরলা ঘাট যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার সময় হাসনাবাদ ইউনিয়নের চন্ডিপুরে পাক হানাদারদের এম্বুশে পড়ে ৭ জন নাগেশ্বরীর কৃর্তী সন্তান ও ই.পি.আর সদস্যসহ মোট ১৭জন বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহাদত বরণ করেন।

দক্ষিণ ব্যাপারীহাট যুদ্ধক্ষেত্র: মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সেনার সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে ২৮ নভেম্বর ১৯৭১ এ দক্ষিণ ব্যাপারীর হাটে পাকসেনাদের যুদ্ধ হয়। এখানে দু'জন বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ ভারতীয় বাহিনীর ৭/৮ জন যোদ্ধা শহীদ হন এবং ৩০/৩৫ জন পাকহানাদার নিহত হয়।

স্মৃতি মঠ ও গণকবর নাগেশ্বরী : নাগেশ্বরী কেরামতিয়া উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন বধ্য ভূমিতে তিন জন সনাতন ধর্মাবলম্বী ও ৩৩ জন মুসলমান শহীদ হন। স্বাধীনতার পর থানা পরিষদ ও স্থানীয় ব্যক্তিগণের উদ্যোগে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জীবন দানের স্থানে স্মৃতি মঠ এবং মুসলিম শহীদের গণকবরটি পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়।

চন্ডিপুর স্মৃতি সৌধ: ১৯৯৭সালে চন্ডিপুরে ১৭জন বীর মুক্তিযোদ্ধার আত্মত্যাগের স্থানে স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করা হয়।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নাগেশ্বরী: ১৯৮৯ সালে উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে কেরামতিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সন্নিকটে স্মৃতিমঠ ও গণকবরের কোল ঘেঁষে নির্মাণ করা হয় নাগেশ্বরী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। এটি ১৯৭১ সালের শহীদের জীবন দানের গুরুত্বের সাথে মিল রেখে ১৯৫২ সালের ভাষা সৈনিকদের স্মৃতিকে ধারণ করার জন্য নির্মাণ করা হয়।

এখনো উত্তর ব্যাপরীর হাটে সন্নিকটে (নিলুর খামার) বধভূমি, বেরুবাড়ী বধ্যভূমি ও জয়মঙ্গল (এগার মাথা) বধ্যভূমিসহ অন্যান্য বধ্যভূমি এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের কবর অযত্নে অবহেলায় ফলক বিহীন অবস্থায় পড়ে আছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য এসব বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও চিহ্নিত করণ জাতীয় স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন। এসব যুদ্ধক্ষেত্র এবং বধ্যভূমিকে স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে সুন্দর ভাবে সাজাতে পারলে ও সংরক্ষণ করতে পারলে জাতীয় গৌরব যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি দেশী বিদেশী পর্যটকদেরকেও আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে।

১.৭ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাঃ শহীদ আব্দুল ওহাব, শহীদ আবুল হোসেন, শহীদ আলী হোসেন, শহীদ কেছর উদ্দিন, শহীদ মিজানুর রহমান, শহীদ আরফান আলী, শহীদ শুকুর আলী, শহীদ সেরাজুল হক, শহীদ নুর মোহাম্মদ, শহীদ আসাদ আলী, শহীদ আনছার আলী, শহীদ জয়নাল আবেদীন, শহীদ আমিনুর রহমান, শহীদ হযরত আলী, আব্দুর রহমান।

শিক্ষাবীদঃ ড: শিখা রহমান, ড: হাবিবুর রহমান, ড: আব্দুস সামাদ, ড: হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী, মোঃ আব্দুল জলিল।

সংগীত শিল্পিঃ সুব্রত কুমার ভট্টাচার্য, নিলুফা ইয়াসমিন, মোঃ শাহজাহান আলী মিন্টু।

লেখকঃ বিনোদকৃষ্ণ, যামিনী দত্ত, ছমির আমিনুল, একেএম জাকিউল হক।

১.৮ নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল সংখ্যা:

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	বর্তমানে কর্মরত	শূন্য পদ
০১.	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	১	১	নাই
০২.	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	১	১	নাই
০৩.	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	১	১	নাই
০৪.	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	নাই
০৫	জীপগাড়ি চালক	১	১	নাই
০৬.	অফিস সহায়ক	২	২	নাই

৯ নাগেশ্বরী উপজেলার মৌলিক তথ্যাবলি (উপজেলার জনসংখ্যতাত্বিক, আর্থ-সামাজিক মৌলিত তথ্য ও উপাত্ত)

সাধারন তথ্যাবলী		
জেলা		কুড়িগ্রাম।
উপজেলা		নাগেশ্বরী
সীমানা		এ উপজেলার উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ভূরুঙ্গামারী উপজেলা, পশ্চিমে ফুলবাড়ী উপজেলা ও দক্ষিণে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা অবস্থিত। পূর্বে ভারতের আসাম রাজ্য অবস্থিত।
জেলা সদর হতে দরত্ব		২২ কিঃ মিঃ।
আয়তন		১০৩১৮২.৪৪ একর
জনসংখ্যা		৩,৯৪,২৫৮ জন (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ি)
	পুরুষ	১,৯৩,৪৪৪ জন
	মহিলা	২,০০,৮১৪ জন
লোক সংখ্যার ঘনত্ব		৯৪৪ জন প্রতি
মোট ভোটার সংখ্যা		২,৫৪,৮১৫ জন
	পুরুষ	১,২৬,৭৮৪ জন
	মহিলা	১,২৬,৮১৫
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার		১.৪৩ জন (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ি)
মোট পরিবার (খানা)		৯৪,১০৮
নির্বাচনী এলাকা		০১ টি (২৫, কুড়িগ্রাম-১)
ইউনিয়ন		১৪ টি। (১) রামখানা (২) রায়গঞ্জ (৩) বামনডাঙ্গা (৪) বেরুবাড়ী (৫) সন্তোষপুর (৬) নেওয়াশী (৭) হাসনাবাদ (৮) ভিতরবন্দ (৯) কালীগঞ্জ (১০) নুনখাওয়া (১১) নারায়নপুর (১২) বল্লভেরখাস (১৩) কেদার (১৪) কচাকাটা
পৌরসভা		০১ টি। নাগেশ্বরী পৌরসভা।
গ্রাম		৫৮৪ টি
মৌজা		৭৯ টি
শিক্ষা সংক্রান্ত		
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়		১৭ টি।
মাধ্যমিক বিদ্যালয়		৫৬ টি, সরকারি ০১ টি
স্কুল ও কলেজ		০১ টি।
কারিগরি কলেজ		০৩ টি, সরকারি ০১ টি
কারিগরি স্কুল		০৪ টি।
ডিগ্রি কলেজ		০৫ টি।
উচ্চ মাধ্যমিক		০৬ টি।
প্রাথমিক বিদ্যালয়	সরকারী	১৯৪ টি।
এবতেদায়ী মাদ্‌রাসা		৬৫ টি।
আলিম মাদ্‌রাসা		০৩ টি।
ফাজিল মাদ্‌রাসা		০৩ টি।
কামিল মাদ্‌রাসা		০১ টি।
হাফেজিয়া মাদ্‌রাসা		৩০ টি।
ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা		২০ টি।

নাগেশ্বরী উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধাগণের তথ্য

ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা		**৫৮৪ জন**

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত		
হাসপাতাল	সরকারী	০১ টি।
ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র		০৪ টি
কমিউনিটি ক্লিনিক		৪৭ টি।
স্যাটেলাইট ক্লিনিক		৯৪ টি।
কৃষি সংক্রান্ত		
মোট ফসলী জমি		৩২৪৭১ হেক্টর
এক ফসলী জমি		৬০৪০ হেক্টর
দুই ফসলী জমি		১৮৪৫১ হেক্টর
তিন ফসলী জমি		৭৯০৫ হেক্টর
চার ফসলী জমি		৭৫হেক্টর
গভীর নলকুপ		১১৯ টি।
অ-গভীর নলকুপ		২১০৮৯ টি।
শক্তি চালিত পাম্প (সোলার)		১৫ টি।
ব্লক সংখ্যা		৪৩ টি।
নলকুপের সংখ্যা		৩৯২৫ টি।
যাতায়াত ও যোগাযোগ		
পাকা রাস্তা		১৬৩ কিঃ মিঃ
আধা পাকা রাস্তা		.৪ কিঃ মিঃ
কাঁচা রাস্তা		৪৩৮ কিঃ মিঃ
পাকা পুল/কালভার্ট		২১৯ টি।
ডাকঘর		১৭ টি।
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ		০২ টি।
পি সি ও		০১ টি।
অন্যান্য		
ইউনিয়ন ভূমি অফিস		১৫ টি
ডাকবাংলো		০২ টি
বিজিবি ক্যাম্প		০৬ টি।
খাদ্য গুদাম		০১ টি।
খাদ্য ক্রয় কেন্দ্র		০১ টি
চাউল ও আটা মিল		৫৪ টি
বৃহৎ শিল্প		০১ টি সাহেরা অটো রাইস মিল (মাঝারি শিল্প)
এতিমখানা	সরকারী	০১ টি।
	বেসরকারী	০৪ টি।
মসজিদ		৬৫৭ টি।
মন্দির		১৬টি।
গেস্ট হাউজ		০২ টি। ১। জেলা পরিষদের ডাকবাংলো। ২। সড়ক ও জনপথ বিভাগের ডাক বাংলো।
নদ-নদী		নদ ০১টি-বহ্মপুত্র। নদী- ০৫ টি- দুধকুমর, ফুলকুমর, সংকোষ, গিরাই ও গঙ্গাধর।
হাট-বাজার		২৪ টি।
ব্যাংক শাখা		১০ টি।

১.১০: বিভাগ ভিত্তিক তথ্য

এক নজরে নাগেশ্বরী উপজেলার কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের তথ্য:

১। **অফিসের নাম:** উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

২। **অফিস পরিচিতি:** প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা কৃষি অফিস রয়েছে। এই অফিসটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীন পরিচালিত ও জেলার উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

৩। **অফিসের কার্যক্রম:** উপজেলা কৃষি অফিসের ভূমিকা হচ্ছে একটি যথাযথ কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধি ও কৃষক পর্যায়ে চাহিদা ভিত্তিক সেবার মান নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে উপজেলা কৃষি অফিসের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে:

- ❑ উচ্চমূল্য শস্য উৎপাদন ও শস্য বহুমুখীকরণসহ বাণিজ্যিক কৃষি উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান;
- ❑ উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ, লাগসই কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার এবং মডেল কৃষি খামার স্থাপনে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
- ❑ সার, বীজ ও সেচসহ আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির প্রাপ্তিস্থান ও ব্যবহার বিষয়ক পরামর্শ প্রদান;
- ❑ দানাদার ফসল, পাট, ফল ও শাকসবজিসহ অন্যান্য ফসল উৎপাদনে পরামর্শ প্রদান;
- ❑ ভূ-উপরিস্থিত পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সেচ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
- ❑ কৃষি বিষয়ক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
- ❑ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে কৃষিতে বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
- ❑ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে এবং মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার ও গ্রহণে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
- ❑ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান
- ❑ এবং কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে ব্লক পর্যায়ে কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কৃষকদের প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।

অফিস প্রধানের পদবি: উপজেলা কৃষি অফিসার।

৪। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার): উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়, নগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম এর সিটিজেন চার্টার

সেবা গ্রহিতা	ক্রমিক নং	সেবার বিবরণ	সেবা প্রদানের জন্য সময়	আপিলের জন্য
১	২	৩	৪	৫
কৃষক/কৃষকদল, আইপিএম/আইসিএম ক্লাবের সদস্য, কৃষি উদ্যোক্তা, কৃষি পণ্য উৎপাদনকারী অর্গানাইজেশন, সিআইজি,বিভিন্ন সরকারী/ বেসরকারী সংস্থা।	১	কৃষি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান	৩ কর্মদিবস	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর
	২	আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি		অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর
	৩	চাহিদা মাফিক প্রশিক্ষণ, প্রদর্শণী, মাঠদিবস ও দলীয় সভা আয়োজন	৭-১৫ কর্মদিবস	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর
	৪	ফসলের নতুন জাতের সম্প্রসারন	৭-১৫ কর্মদিবস	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর
	৫	কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সরকার নির্ধারিত ভর্তুকীমূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান	৪৫ কর্মদিবস	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর
	৬	যোগ্য সিআইজি গ্রুপে এগ্রিকালচারাল ইনোভেসন ফান্ড প্রদান	৪৫ কর্মদিবস	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর
	৭	কৃষি উদ্যোক্তা গ্রুপ গঠন ও ব্যবসাভিত্তিক কৃষি খামার স্থাপনে পরামর্শ প্রদান	৭ কর্মদিবস	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর
	৮	আইপিএম স্কুল পরিচালনা	১৪ কর্মদিবস	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর
	৯	বিনামূল্যে ফুট পাম্প স্প্রেয়ার, বীজের আদ্রতা ও অঙ্কুরোদগম পরীক্ষার সেবা প্রদান	৩ কর্মদিবস	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর
	১১	কৃষি বিষয়ক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।	৩ কর্মদিবস	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর

	১৪	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।	৩ কর্মদিবস	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর
	১৫	কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে ব্লক পর্যায়ে কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কৃষকদের প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।	৩ কর্মদিবস	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর
	১৬	কৃষি ব্যবসা ও বিপণনের প্রসার ঘটানো ও ফসল কর্তনোত্তর ক্ষতি কমানো এবং যেসব শ্রমজীবি মানুষ কৃষি ব্যবস্থাকে পেশা হিসেবে নিতে চান তাদেরকে কারিগরি শিক্ষা প্রদান।	৩ কর্মদিবস	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর
	১৭	দুর্যোগকালীন করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ।	তাৎক্ষণিক	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অত্র দপ্তর

- **সেবা প্রদানের ন্যূনতম সময়সীমা: সকাল ০৯:০০ টা থেকে বিকাল ০৫:০০ টা। (জরুরী অবস্থায় সার্বক্ষণিক)**
- **সেবা প্রদানের আইনগত ফি/ব্যয়: নাই।**

৫। গত ৫ বছরে কি কি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছিল?

ক্রমিক নং	গ্রহনকৃত প্রকল্পের নাম	কর্ম এলাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমান	মন্তব্য
১	সমন্বিত কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরন প্রজেক্ট (আইএপিপি)	সকল ইউনিয়ন/ পৌরসভা	২১০০	৩০০	
২	এনএটিপি	সকল ইউনিয়ন/ পৌরসভা	২৪০০	২৫০	
৩	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে ধান, গম পাট বীজ উৎপাদন,সংরক্ষণ ও বিতরন প্রকল্প	সকল ইউনিয়ন/ পৌরসভা	১০০০	১৫	
৪	খামার যান্ত্রিকীকরণ	সকল ইউনিয়ন/ পৌরসভা	১০,০০০	১২৫	
৫	চরাঞ্চলে নিরাপদ মষিট কুমড়া উৎপাদন	টেপামধুপুর, বালাপাড়া	২০০	২	
৬	আইএএনএফপি	সকল ইউনিয়ন/ পৌরসভা	৫০০০	৭০	
৭	আইপিএম	সকল ইউনিয়ন/ পৌরসভা	১০,০০০	৪০	
৮	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে ডাল,তেল ও পেয়াজ বীজ উৎপাদন,সংরক্ষণ ও বিতরন প্রকল্প	সকল ইউনিয়ন/ পৌরসভা	১০০০	১৫	

এক নজরে নাগেশ্বরী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস তথ্য

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।

২। অফিস পরিচিতি ঃ প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস রয়েছে । এই অফিসটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত আঞ্চলিক উপ-পরিচালক ও জেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

৩। অফিস কার্যক্রম ঃ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হল - মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি বিতরণ, প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব করা, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিংবডি/ম্যানেজিং কমিটি গঠনে দায়িত্ব পালন করা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও মনিটর করা, পাবলিক পরীক্ষা সমন্বয় করা, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সংরক্ষণ ও বিতরণ করা, নির্ধারিত ফরমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপবৃত্তির জন্য শিক্ষার্থী তথ্য সরবরাহ করলে যাচাই- বাছাইয়ের পর কোটা অনুসারে বরাদ্দ দেওয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজ তদারকি করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাময়িক, বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠান সমন্বয় করা, জঙ্গী বিরোধী সভা, মাদক বিরোধী সভা, বাল্য বিবাহ বিরোধী সভা, ইভটিজিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত সভা, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি নবায়নের জন্য পরিদর্শন করা ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয়-ব্যয় নিরীক্ষা করা ।

৪। অফিসের জনবল কাঠামো ঃ অফিসের প্রধানের পদবী- উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, তাঁকে সহায়তার জন্য ০১জন সহকারি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ২জন ৩য় শ্রেণীর ও ২জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী।

৫। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)ঃ

- বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সংরক্ষণ ও বিতরণ করা।
- প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব করা।
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিংবডি /ম্যানেজিং কমিটি গঠনে দায়িত্ব পালন করা।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও মনিটর করা।
- স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন বাস্তবায়ন করা।
- পাবলিক পরীক্ষা সমন্বয় করা।
- শিক্ষক /কর্মচারীদের এমপিও অনলাইনে যাচাই পূর্বক প্রেরণ।
- মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি বিতরণ।
- দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক বিভন্ন কর্মসূচী, সততা ষ্টোর ও সততা সংঘ বাস্তবায়ন।
- বিভিন্ন এনজিও এর কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান।
- যে কোন অভিযোগ পাওয়ার সর্বোচ্চ ৭ দিনের মধ্যে তদন্ত সাপেক্ষে নিষ্পত্তি করা।
- শিক্ষক /কর্মচারী নিয়োগের পূর্বে জনবল কাঠামো অনুসারে প্রাপ্যতার সনদ প্রদান।
- শিক্ষামন্ত্রণালয় /সরকারের নির্দেশনা অনুসারে যে কোন দায়িত্ব পালন করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের কাজে তদারকি করা।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয় /অধিদপ্তর /শিক্ষবোর্ডের নির্দেশনা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা।
- স্নাতক মাদরাসা গুলোতে আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির প্রতিনিধি হিসাবে গভর্ণিংবডিতে দায়িত্ব পালন করা।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনে দায়িত্ব পালন করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্ধ্ববাষিক, বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠান সমন্বয় করা।
- জঙ্গী, মাদক, বাল্য বিবাহ বিরোধী ও ইভটিজিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত সভা।
- এনটিআরসিএ কর্তৃক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সহযোগীতা করা।

এক নজরে নাগেশ্বরী উপজেলার মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য

১। অফিসের নাম: উপজেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, নগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

২। অফিস পরিচিতি: প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা মৎস্য অফিস রয়েছে। এই অফিসটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের অধীন পরিচালিত ও বিভাগের উপ-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

৩। অফিসের কার্যক্রম: উপজেলা মৎস্য অফিসের ভূমিকা হচ্ছে দেশের অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান বিবেচনায় এনে মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, মৎস্যচাষ ও মৎস্যসম্পদ ব্যবস্তাপনায় পরিবেশ ও সমাজবান্ধব নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর, গ্রামীণ বেকার ও ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। এ লক্ষ্যে উপজেলা মৎস্য অফিসের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে:

- উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পরিবেশ বান্ধব উচ্চমূল্যের প্রজাতির মাছ চাষে উদ্যেক্তা সৃষ্টি ও পরামর্শ প্রদান;
- উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে, লাগসই আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং প্রদর্শনী খামার স্থাপনে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
- চুন, সার, উচ্চবৃদ্ধি ও ভাল মানের পোনা মজুদ পূর্বক আধুনিক পদ্ধতিতে মাছচাষ সংক্রান্ত উপকরণের প্রাপ্তিস্থান ও ব্যবহার বিষয়ক পরামর্শ প্রদান;
- কার্পজাতীয় মাছের পাশাপাশি উচ্চমূল্যের অধিক ঘণত্বে চাষোপযোগী দেশীয় প্রজাতীর শিং, মাগুর, পাবদা, গুলশা টেংরা মাছ উৎপাদনে পরামর্শ প্রদান;
- মৎস্য আহরণে সর্বোচ্চ পরিমিত মাত্রা বজায় রাখা ও জলজ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন;
- মৎস্যচাষ বিষয়ক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
- বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে মৎস্য সেক্টরে বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে এবং মৎস্যকুল রক্ষায় বিভিন্ন বিল-জলাশয়ে মৎস্য অভয়ারন্য স্থাপন ও ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
- মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান

- ❑ এবং মৎস্য পরামর্শ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মৎস্যচাষিদের প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।
- ❑ মৎস্যচাষে আধুনিক উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময় প্রশিক্ষন ও কর্মশালায় প্রান্তিক চাষিদের সম্পৃক্তকরণ।
- ❑ মৎস্যচাষের মৌলিক উপাদান গুণগতমানের মাছের পোনাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে নিয়মিত বেসরকারি মৎস্য হ্যাচারী পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা প্রদান।

৪। অফিসের জনবল কাঠামো:

ক) উপজেলা মৎস্য অফিসার
খ) সম্প্রসারণ অফিসার-১ জন
গ) সহকারী মৎস্য অফিসার-১ জন
ঘ) ক্ষেত্র সহকারী -২ জন
ঙ) অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-১ জন
চ) অফিস সহায়ক-১ জন
ছ) ঝাড়ুদার-১ জন

অফিস প্রধানের পদবি: উপজেলা মৎস্য অফিসার।

৫। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার): উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, নগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম-এর সিটিজেন চার্টার

- ❑ মৎস্য ও চিংড়ি চাষী এবং উদ্দোক্তাদের উন্নত প্রযুক্তি ভিত্তিক মাছ ও চিংড়ি চাষের পরামর্শ প্রদান।
- ❑ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা এবং মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন।
- ❑ মৎস্য ও চিংড়ি চাষ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের কারিগরী উপযোগিতা যাচাই ও প্রকল্প প্রস্ড়াব প্রনয়নে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উদ্দোক্তা ও মৎস্য চাষীকে ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।
- ❑ উন্নত জাতের পোনা মাছ ও চিংড়ি চাষের বিভিন্ন উপাদান উপকরন সংগ্রহ ও সরবরাহে সহযোগীতা প্রদান।
- ❑ উপজেলাধীন মৎস্য সম্পদের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা।
- ❑ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- ❑ মৎস্য মান নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা কার্যকর করার লক্ষ্যে মাছ ও চিংড়ি চাষে অনুমোদন বিহীন দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করন ও সংক্রমনের উৎস সনাক্তকরন এবং হ্যাসাপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- ❑ আহরনোত্তর মাছ ও চিংড়ি অবতরন কেন্দ্র/ডিপো পরিদর্শন এবং সেগুলোর পরিষ্কার পরিছন্নতা রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করন।
- ❑ জনগণকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্তে নতুন প্রযুক্তি হাতে কলমে প্রদর্শনের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিলের সাহায্যে প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন।
- ❑ মৎস্য ও চিংড়ি চাষ এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রসারণ সামগ্রী চাষী/মৎস্যজীবীদের মধ্যে বিতরন।

- ➢ **সেবা প্রদানের ন্যূনতম সময়সীমা: সকাল ০৯:০০ টা থেকে বিকাল ০৫:০০ টা। (জরুরী অবস্থায় সার্বক্ষণিক)**
- ➢ **সেবা প্রদানের আইনগত ফি/ব্যয়: নাই।**

এক নজরে নাগেশ্বরী উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় অফিসারের কার্যালয় তথ্য

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, নগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

২। অফিস পরিচিতি ঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রানাধীন সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের একটি দপ্তর হচ্ছে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, যা জেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় উপজেলা পরিষদের অন্যতম একটি হস্তান্তরিত বিভাগ। এ কার্যালয়ের মাধ্যমে উপজেলাধীন সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়ধীন সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। প্রতি ইউনিয়ন/পৌরসভার দায়িত্বে একজন ইউনিয়ন সমাজকর্মী/পৌর সমাজকর্মী/কারিগরী প্রশিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। ইউনিয়ন পর্যায়ে বর্তমানে কোন কার্যালয় সেট আপ না থাকলেও নবনির্মিত ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনে সমাজসেবা বিভাগের জন্য একটি কক্ষ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে অফিস সেট আপের বিষয়টি ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাধীন রয়েছে।

৩। অফিসের কার্যক্রম ঃ সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বর্তমানে দেশব্যাপী প্রায় ৪৮ (আটচল্লিশ) টি কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে। তম্মর্ধে কুড়িগ্রাম জেলা সমাজসেবা কার্যালয়াধীন উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, নাগেশ্বী, কুড়িগ্রাম কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে ঃ

- ❑ বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম।

- বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম।
- অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম।
- মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম।
- দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি এবং ৫০ উর্দ্ধে দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর অসচ্ছল ও অক্ষম ব্যক্তিদের বিশেষ ভাতা কার্যক্রম।
- পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আর.এস.এস) কার্যক্রম (সুদ মুক্ত ক্ষুদ্রঋণ)।
- পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আর.এম.সি) কার্যক্রম (সুদ মুক্ত ক্ষুদ্রঋণ)।
- এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম (সুদ মুক্ত ক্ষুদ্রঋণ)।
- হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় উপজেলা রোগীকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান।
- স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা সমূহ নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণও বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে অনুদান প্রদান।
- উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে অসহায়, গরীব ও দুঃস্থদের সাহায্য প্রদান।
- শিশু আইন/২০১৩ এর আলোকে প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিস প্রদান।
- সরকারি শিশু পরিবারের মাধ্যমে এতিম শিশুদের লালন-পালন।
- সমাজসেবা অধিদফতরের নিবন্ধন প্রাপ্ত বে-সরকারি এতিমখানায় বসবাসরত নিবাসীদের ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান।
- ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোক প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়া রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান কার্যক্রম।
- প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধীদের ডাক্তার কর্তৃক চুড়ান্ত শনাক্তকরণ, ডাটাবেইজ প্রনয়ণ ও পরিচয় পত্র প্রদান।

৪। অফিস প্রধানের নাম পদবী ঃ উপজেলা সমাজসেবা অফিসার।

৫। আওতাধীন অফিস ঃ বর্তমানে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আওতাধীন কোন অফিস নেই। তবে অত্র বিভাগের ক্রমবর্ধমান কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুবিধার্থে ইউনিয়ন পর্যায়ে অফিস স্থাপনের বিষয়টি কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন রয়েছে।

এক নজরে নাগেশ্বরী উপজেলা যুব উন্নয়ন তথ্য

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, নগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

২। অফিস পরিচিতি ঃ কর্মক্ষম যুব সমাজ একটা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। মানব সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে,প্রস্তের যুগ হতে আধুনিক সমাজ বির্নিমানে অবদান রয়েছে যুবক ও যুব মহিলাদের অবিস্মরণীয় উদ্ভাবন,দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বে আর নিরলস পরিশ্রম। এই গাঙ্গেয় উপত্যকায় আধুনিক বাংলাদেশের সমাজ বিনির্মাণের পথ-পরিক্রমায়" ৫২এর ভাষা আন্দোলন,'৬৬এর ৬ দফা আন্দোলন ,'৬৯এর গণ আন্দোলন, সর্বোপরি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে যুব সমাজের ভুমিকাই ছিল মুখ্য। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪,১৭ ও ২০ অনুচ্ছেদগুলোতে যুব শ্রেণীসহ সমগ্র জনগনের কল্যাণ ও উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে যুব উন্নয়নের কাজ শুরু হয় এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও যুব উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্ম-পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। অতঃপর দেশের যুব সমাজকে যুব শক্তিতে পরিনত করার ব্রত নিয়ে ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রনালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়,
পরবর্তীতে যার নামকরণ করা হয় যুবওক্রীড়ামন্ত্রণালয়। ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর-যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীণ। অত্র নাগেশ্বী উপজেলা কার্যালয়টি ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠিত হয়।যা শুরু থেকে বিভিন্ন যুব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

৩। অফিসের কার্যক্রম ঃ বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধি মুলক প্রশিক্ষণ, আত্মকর্মী বৃদ্ধি, যুব ঋণ প্রদান, যুব সংগঠনকে তালিকা ভূক্তিকরণ,অনুদান প্রদান,বিভিন্ন দিবস পালন ও যুবদের সমাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমুলক বিভিন্ন কার্যক্রম।

৪। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম।

৫। ভিশন ঃ– যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিশনঃ

- অনুৎপাদনশীল যুব সমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং উৎপাদনমুখী শক্তিতে রুপান্তর করা;
- দক্ষতা বৃদ্দিমুলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুবদের কর্মসংস্থান কিংবা স্ব-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা;
- জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে বেকার যুবদের সম্পৃক্ত করা।

৬। মিশন ঃ – যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মিশনঃ

- দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪৯৫ টি উপজেলা কার্যালয় (১০টি ইউনিট কার্যালয় সহ) এবং ১১১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা ;

- দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে যুব কার্যক্রমকে জোরদার করা;
- যুবদের ক্ষমতায়নের নিমিত্ত উদ্বদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তার মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা সহ তাদেরকে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি স্তরে সম্পৃক্ত করা;
- বেসরকারী সেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মাধ্যমে গোষ্ঠি উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য যুবদের বিভিন্ন গ্রুপে সংগঠিত করা ;
- স্থানীয় পর্যায়ে যুব সংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং অংশগ্রহন মূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা;
- যুবদের গণশিক্ষা কার্যক্রম ,দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবেশ উন্নয়ন, সম্পদ সংরক্ষন ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক কার্যকলাপে সম্পৃক্তকরন এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রহিতকরন, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার রোধ, এইচআইবি (এইডস্) এবং এসটিডি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- যুবদের সিদ্ধান্ত গ্রহন মুলক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনে সুযোগ দান।

এক নজরে নাগেশ্বরী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের তথ্য

১। অফিসের নামঃ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়, নগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

২। অফিসের পরিচিতিঃ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট নাগেশ্বরী হাসপাতাল।

৩। অফিসের কার্যক্রমঃ–

- মন্ত্রনালয় ও অধিদপ্তরের নীতিমালা অনুযায়ী জনস্বার্থে বিভাগীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা ।
- উপজেলায় স্বাস্থ্য সেবা মুলক কাজের মনিটারিং ও বাস্তবায়ন করা ।
- শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষে ইপিআই কাজ জোরদার করা ।
- উপজেলায় শিশু ও মাতৃ প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পঃ পঃ বিভাগকে সহায়তা করা।
- পৌলিও, হাম ও যক্ষা সহ মোট ০৯টি রোগের টিকা দেওয়া হয়।
- উপজেলায় মাঠকর্মীদেরকে স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে ডায়রিয়া রোগের উচ্ছেদ করা হয়।
- স্বাস্থ্য বিভাগের সফলতার কারনে এ দেশের গড় আয়ু বৃদ্দি পায়।
- ম্যালেরিয়ার মত ঘাতক রোগ স্বাস্থ্য কর্মীদের দ্বারা নির্মুল করা হয়।
- স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের সফলতার কারনে এ দেশ থেকে গুটি বসন্ত রোগ নির্মুল করা হয়।
- স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বহিঃ বিভাগ,আন্তঃ বিভাগ,ও জরুরী বিভাগের রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা ।
- আর্সেনিকের মত ঘাতক রোগের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা ।
- যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।
- খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল রোধে।

৪। অফিস প্রধানের পদবীঃ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা।

এক নজরে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, নাগেশ্বরী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে ১৯৭৫ সালে মহান স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে বলেন, **"একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রত্যেক বৎসর আমাদের ১৮ থেকে ২০ লক্ষ লোক বাড়ে। আমার জায়গা হল ৫০ হাজার বর্গ মাইল। যদি আমাদের প্রত্যেক বৎসর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে তাহলে ২৫/৩০ বৎসরে বাংলার কোন জমি থাকবে না হাল চাষ করার জন্য। বাংলার মানুষ বাংলার মানুষের মাংস খাবে। সে জন্য আমাদের পপুলেশন কন্ট্রোল, ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে হবে"**

০১। অফিসের নাম: উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, নগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

০২। অফিস পরিচিতি: উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, নগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

০৩। অফিসের কার্যক্রম:

- পরিবার পরিকল্পনাসহ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করে সক্ষম দম্পতিদের কাছে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা;
- সকল সক্ষম দম্পতি বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাড়ি বাড়ি সেবা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা এবং মাঠ পর্যায় হতে রেফারেল ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- অবহিতকরণ ও স্বেচ্ছায় সম্মতির ভিত্তিতে সকল সক্ষম দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও সেবার অপূর্ণ চাহিদা সম্বলিত দম্পতিদের চিহ্নিত করে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা;
- নব-দম্পতি, কিশোর-কিশোরী ও এক বা দুই সন্তানের দম্পতিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিবার পরিকল্পনা সেবার আওতায় নিয়ে আসা;

- বিদ্যমান উপজেলা, ইউনিয়ন ও কমিউনিটি পর্যায়ে অবস্থিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা কেন্দ্র সহ স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা নিশ্চিত করা;
- বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রহিতা সেবা নিশ্চিত করা;
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে দিবা-রাত্রি (২৪/৭) স্বাভাবিক প্রসব সেবা নিশ্চিত করা;
- সাধারণ রোগী সহ মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি।

অফিস প্রধানের পদবি: উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (UFPO)

আওতাধীন অফিস সমূহ: মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC) ০১ টি, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) ১৪ টি।

এক নজরে নাগেশ্বরী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয় তথ্য

১। অফিসের নাম: উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, নগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।
২। অফিসের পরিচিতি: সেবা প্রতিষ্ঠান
৩। অফিসের কার্যক্রম: দাতব্য চিকিৎসালয়
৪। অফিসের জনবল কাঠামো: ১১জন
৫। অফিস প্রধানের পদবী: উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ।
৬। প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্যাবলী ঃ

- পশু চিকিৎসা কেন্দ্র ঃ ০১ টি
- কৃত্রিম প্রজনন উপ-কেন্দ্র ঃ ০১ টি
- কৃত্রিম প্রজনন পয়ন্টে - ঃ ১৫টি
- পশু পাখি কল্যান কেন্দ্র ঃ ০০ টি
- বায়ো গ্যাস প- ্যান্ট ঃ ৫৭ টি
- দুগ্ধ উৎপাদন সমিতি ঃ ০৬ টি
- স্থায়ী ঘাসের পট ঃ ৫২ টি
- গাভীর খামার ঃ ৭৭৬ টি
- ছাগল খামারের সংখ্যা ঃ ১০৮ টি
- ভেড়ার খামারের সংখ্যা ঃ ৪৯ টি
- লেয়ার খামার ঃ ৩৭ টি
- ব্রয়লার খামার ঃ ১৩৮ টি
- হাঁস খামার ঃ ৩০৫ টি

৬। ভিশন:

- উপজেলা ভিত্তিক প্রাণিসম্পদ খাতে নিরাপদ (দুধ,মাংস ও ডিম উৎপাদন) স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন এবং এর মাধ্যমে দরিদ্র গ্রামীন মানুষের অথনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

৭। মিশন:

- ভেটেরিনারি সেবা ও সেবার মান নিশ্চিতকরন ।
- দক্ষ জনশক্তি গঠন।
- প্রানিসম্পদের উৎপাদন।
- উৎপাদনশিলতা বৃদ্ধি ।
- মূল্য সংয়োজনের মাধ্যমে প্রনিজ আমিষের চাহিদা পূরন ।
- মানসম্মত পশু খাদ্যের(ঘাস) সরবরাহ বৃদ্ধি ।

এক নজরে নাগেশ্বরী উপজেলার উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার দপ্তরের তথ্য

১। অফিসের নাম: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, নগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।
২। অফিস পরিচিতি: উপজেলা চত্বরের পশ্চিম পার্শ্বে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বরাদ্দকৃত জায়গায় নিজস্ব ভবনে অফিসের অবস্থান যাতে ০১টি প্রশিক্ষণ হলরুম ০৪টি রুম ও ০২টি শৌচাগার আছে।
৩। অফিসের কার্যক্রম: সমিতি/দল গঠনের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, পেশাগত প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়।

৪। অফিসের জনবল কাঠামো: ইউআরডিও-০১, এআরডিও-০২, হিসাবরক্ষক-০২, হিসাব সহকারী-০১, অফিস সহকারী-০২, পরিদর্শক-০১, মাঠসংগঠক-১০, মাঠ সহকারী-০১, প্রডাকশন ম্যানেজার-০১, ক্রেডিট সুপারভাইজার-০১, অফিস সহায়ক-০২, নৈশ প্রহরী-০১ জন, অফিস প্রধানের পদবি: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা

৫। আওতাধীন অফিস: ইউসিসিএ লি:, পদাবিক, সদাবিক, পল্লী প্রগতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা, গুচ্ছগ্রাম, উদকনিক, অপ্রধান শস্য

এক নজরে নাগেশ্বরী উপজেলার মহিলা বিষয়ক দপ্তরের তথ্য

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

২। অফিস পরিচিতি ঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

৩। অফিসের কার্যক্রম ঃ ভিজিডি, দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালভাতা প্রদান কর্মসূচি, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম,ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, মহিলা সমিতি নিবন্ধন ও অনুদান প্রদান, বাল্যবিবাহ ও নারী শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ।

৪। অফিস প্রধানের পদবি ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, নগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

আওতাধীন অফিস ঃ নাই

৫। এই বিভাগের বিস্তারিত তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমান
০১	ভিজিডি	৩২০০ জন। জনপ্রতি মাসে ৩০ কেজি হারে খাদ্য শস্য পায়।
০২	মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি	৯১২ জন। জনপ্রতি মাসে ৮০০/- হারে ভাতা পায়।
০৩	ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা	৪০০ জন। জনপ্রতি মাসে ৮০০/- হারে ভাতা পায়
০৪	প্রশিক্ষণ	প্রতিব্যাচে ৫০ জন। জনপ্রতি ৬০দিনে ৬০০০/-হারে ভাতা পায়
০৫	ক্ষুদ্রঋণ	বরাদ্দ সাপেক্ষে
০৬	সমিতির অনুদান	বরাদ্দ সাপেক্ষে
০৭	বাল্য বিবাহ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ	অভিযোগ এর প্রেক্ষিতে

এক নজরে নাগেশ্বরী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের তথ্য

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, নগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

২। অফিস পরিচিতি ঃ প্রতি উপজেলায় একটি করে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় রয়েছে। এই অফিসটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অধিনে ও জেলা ত্রান ও পুণর্বাসন কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ।

৩। অফিসের কার্যক্রম ঃ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের কার্যক্রমঃ

- গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসুচি।
- গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টি,আর) কর্মসুচি।
- গ্রামীন রাস্তায় কম-বেশী ১৫ মিটার দৈর্ঘ সেতু/কালভার্ট নির্মাণ।
- অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচি।
- গ্রামীন মাটির রাস্তা সমুহে টেকসইকরণের লক্ষে হেরিং বোনবন্ড করণ প্রকল্প
- বন্যা আশ্রয়ন কেন্দ্র নির্মান
- দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মান প্রকল্প
- জেলা ত্রানগুদাম নির্মান প্রকল্প
- মুজিব কিল্লা নির্মান প্রকল্প
- উপকুরীয় অঞ্চলে মাল্টি পারপাস ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান
- মানবিক সহায়তা কর্মসূচি (জি আর চাল/জিআর নগদ টাকা/দুম্বা/খেজুর/ভিজিএফ/টেউটিন/শীতবস্ত্র বিতরন)
- দূর্যোগ ঝুকিহ্রাস কর্মসুচি।

৪। অফিসের জনবল কাঠামো ঃ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাকে সহায়তা করার জন্য রয়েছে একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলী, যিনি মাঠ পর্যয়ে চলমান ও বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্প ও কাজেসহায়তা করেন। রয়েছেন একজন অফিস সহকারী কাম– কম্পিউটার অপারেটর। অফিস সহকারীকে সার্বিক ভাবে সহায়তা করার জন্য রয়েছে অফিস সহায়ক।

৫। অফিস প্রধানের পদবী ঃ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা।

৬। ভিশন ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডি ডি এম) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর আলোকে হবে একটি সক্রিয় প্রতিষ্ঠান। যার কাজ হবে- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসুচিতে ঝুঁকি হ্রাস সম্পৃক্ত করা, দুর্যোগের নেতিবাচক প্রভাব থেকে দারিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের বিপদাপন্নতা হ্রাস করা, জ্ঞান, গবেষানা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্রের প্রতিটি অংশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৭। মিশন ঃ বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগে দক্ষতার সাথে ব্যবস্থাপনা করার ক্ষেত্রে ডিডিএম হবে একটি সক্রিয় প্রতিষ্ঠান যার কাজ হবেঃ

- দুর্যোগ ক্ষমতা সাথে মোকাবেলা করা।
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস করা।
- দুঃস্থ দারিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত লোকদের ত্রান সহায়তা করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সর্বদা সার্বক্ষনিক সহায়তা করা।
- এই কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ঠ সংস্থা সমুহের সাথে সমন্বয় সাধন।

এক নজরে নাগেশ্বরী উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কার্যালয় তথ্য

১। অফিসের নাম: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

২। অফিস পরিচিতি: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরটি স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন উপজেলা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান, যাহা বাংলাদেশের প্রতি উপজেলায় বিদ্যমান।

৩। অফিসের কার্যক্রম : উক্ত প্রতিষ্ঠান পল্লী পানি সরবারাহ, পৌর পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ পরিদর্শন, মনিটরিং ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে।

৪। অফিসের জনবল কাঠামে: উপ-সহকারী প্রকৌশলী-১জন, সি সি টি-১জন, নলকূপ মেকানিক-২জন, অফিস সহায়ক-১জন, নিরাপত্তা প্রহরী-১জন, স্যানিটেশন কাজের জন্য ম্যাশন-১জন।

অফিস প্রধানের পদবী: উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধীদপ্তর।

৫। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার): নিরাপদ পানি সরবরাহ, এবং স্যানিটেশন কার্যক্রমের যাবতীয় কাজ পরিচালনা।

এক নজরে নাগেশ্বরী উপজেলা শিক্ষা অফিস, দপ্তরের তথ্য ঃ

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা শিক্ষা অফিস, নগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

২। অফিস পরিচিতি ঃ উপজেলা শিক্ষা অফিস, নগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

৩। অফিসের কার্যক্রম ঃ বিদ্যালয় পরিদর্শন, ব্যবস্থাপনা ও একাডেমিক সুপারভিশন।

৪। অফিসের জনবল কাঠামো ঃ উপজেলা শিক্ষা অফিসার-০১ (এক) জন, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার-০৪ (চার) জন, উচ্চমান সহকারী কাম-হিসাব রক্ষক-০১(এক) জন, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর-০২ (দুই) জন। হিসাব সহকারী-০১ (এক) জন পদ শূণ্য আছে এবং অফিস সহায়ক-০১ (এক) জন পদ শূণ্য আছে।

৫। অফিস প্রধানের পদবি ঃ উপজেলা শিক্ষা অফিসার (ইউ.ই.ও)

৬। আওতাধীন অফিস ঃ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ।

৭। ভিশন ঃ ২০২৪ সালের মধ্যে নাগেশ্বী উপজেলায় বিদ্যালয় গমন উপযোগী সকল শিশুদেরকে ভর্তিকরণ ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন।

৮। মিশন ঃ

- ২০২৫ সালের মধ্যে ১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নরত সকল ছত্র-ছাত্রীদের পড়ার দক্ষতা অর্জন।
- হাতের লেখার লক্ষতা অর্জন। শিখন ফল অর্জনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন
- শতভাগ ইউনিফর্ম নিশ্চিতকরণ।
- শিখন উপযোগী শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতরণসহ বিদ্যালয় প্রাঙ্গন আকর্ষনীয় করা।

এক নজরে নাগেশ্বরী উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের তথ্যঃ

১। **অফিসের নাম:** উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

২। **অফিস পরিচিতি:** বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে সমবায় অফিস রয়েছে। এটি স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ও জেলা সমবায় অফিসার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি সরকারী অফিস। ইহা উপজেলা পরিষদ নাগেশ্বী, কুড়িগ্রাম এর হস্তান্তরিত একটি বিভাগ।

৩। **অফিসের কার্যক্রম** : সমবায় বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গুলি হলঃ

- সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রদান,
- সমবায় সমিতির বার্ষিক অডিট কার্যক্রম সম্পাদন,

- সমবায় সমিতির ,ব্যবস্থাপনা কমিটি / অন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন,
- সমবায় সমিতির নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালনা
- সমবায় সমিতির পরিদর্শন কার্যক্রম,
- অভিযোগের আলোকে সমবায় সমিতির তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা
- সমবায় সমিতির অবসায়ন কার্যক্রম সম্পাদন
- সমবায় সমিতির আর্থিক কার্যক্রম তদারকী
- সমবায় সমিতির সদস্যদের ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান
- সমবায় সমিতির সদস্যদের ট্রেড ভিত্তিক বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান
- সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্পের মাধ্যমে সমবায় সমিতির সদস্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
- সমবায় সমিতির নিট লাভের ভিত্তিতে রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা হয়
- সমবায় সমিতির বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে ও রেকর্ড পত্র লিপিবদ্ধ করনে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান।

৪। **অফিসের জনবল কাঠামো :** উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের অফিস প্রধানের পদবী হল উপজেলা সমবায় অফিসার। তাছাড়া রয়েছে সহকারী পরিদর্শক ০২ (দুই) জন। অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর ০১ (এক) জন ও অফিস সহায়ক ০১ (এক) জন। আওতাধীন অফিস নেই।

৫। অফিস প্রধানের পদবী : উপজেলা সমবায় অফিসার।

৬। আওতাধীন অফিস : নাই ।

৬। **ভিশন :** সক্রিয় সমবায়ীদের সহযোগীতায় দক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে সমবায় সমিতির আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন।

৭। **মিশন :**

- সকল সমবায় সমিতিকে "ক" শ্রেণীতে উন্নীত করণ।
- দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে তোলা।
- নারী নেতৃত্বের বিকাশ
- পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি

এক নজরে নাগেশ্বরী উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় তথ্য

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, নগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

২। অফিস পরিচিতি ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় সরকার পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, নগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

৩। অফিসের কার্যক্রমঃ

- পাঁকা সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- ক্ষুদ্র পানি সম্পদ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- অন পেভমেন্ট ও অফ-পেভমেন্ট রক্ষণাবেক্ষণ (এলসিএস)।
- এমএমটি দ্বারা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ।
- উপজেলা পরিষদ ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- উপজেলা পরিষদের আওতায় আবাসিক ভবনসমূহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ।
- মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ।
- হাট বাজার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- Road ও nventory ও ম্যাপ প্রস্তুত করণ।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে কারিগরী সহায়তা প্রদান।
- উপজেলা পরিষদের আওতায় প্রকল্পসমূহ বাস্ড়বায়ন ও কারিগরী সহায়তা প্রদান।

৬। ভিশন ঃ টেকশই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা।

৭। মিশন ঃ গ্রামীণ সড়ক, নেটওর্য়াক, হাট-বাজার, গ্রোথ সেন্টার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করা এবং সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সদা তৎপরতা।

১.১১ উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল সংখ্যা।

ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	পুরণকৃত পদ	শুন্য পদ
উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস				
১	চেয়ারম্যান	১	১	০
২	ভাইস-চেয়ারম্যান (পুরুষ)	১	১	০
৩	ভাইস-চেয়ারম্যান (মহিলা)	১	১	০
৪	সাট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
৫	জিপ গাড়ী চালক	১	১	০
৬	অফিস সহায়ক	২	১	১
৭	মালি	১	১	০
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়				
১	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	১	১	০
২	অফিস সুপার	১	০	১
৩	সিএ কাম ইউডিএ	১	১	০
৪	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩	৩	০
৫	জিপ চালক	১	১	০
৬	ফটোকপি অপারেটর	১	১	০
৭	অফিস সহায়ক	৩	৩	০
৮	নিরাপত্তা প্রহরী	২	২	০
৯	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২	২	০

১.১২ উপজেলার মানচিত্র

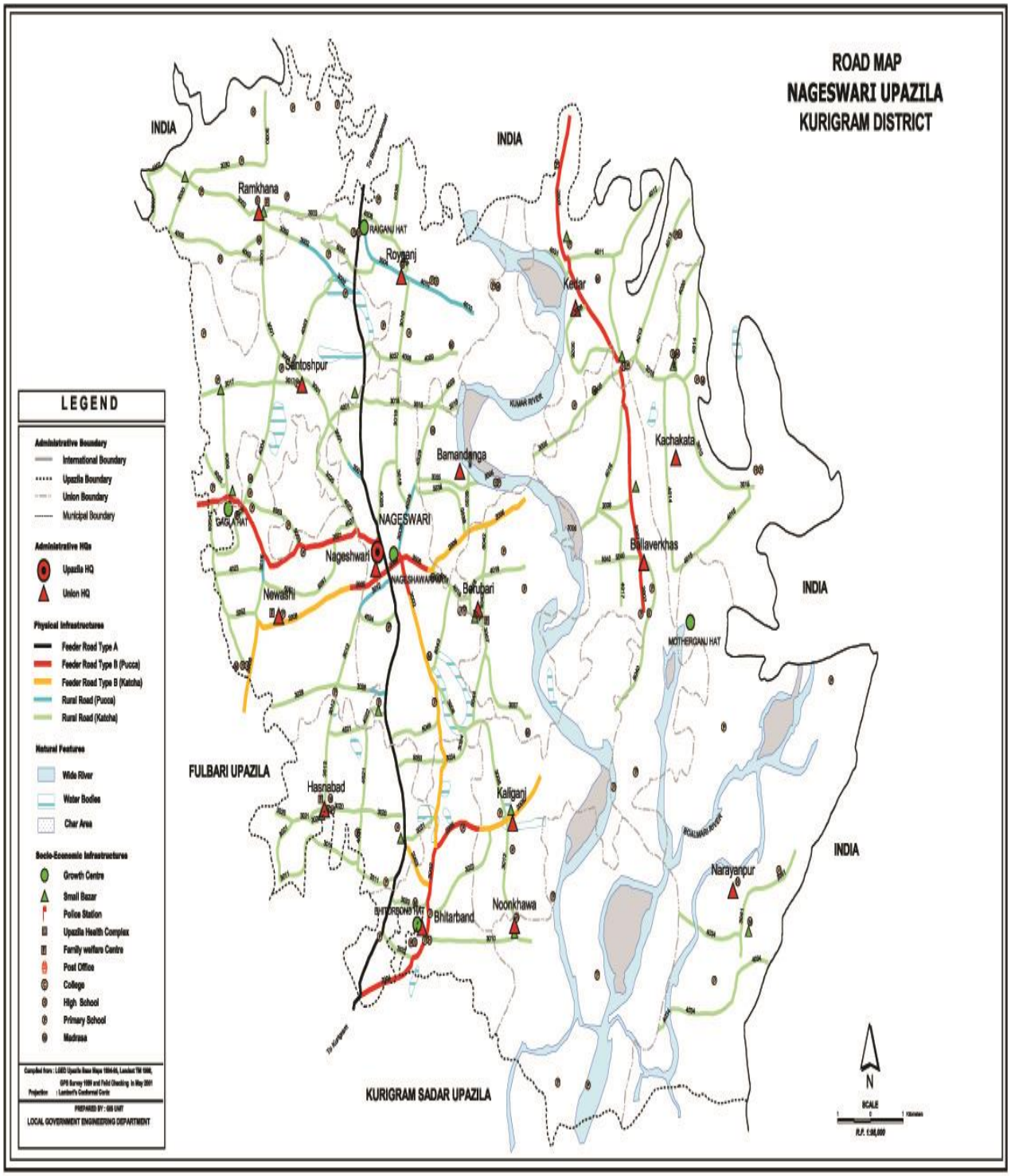

দ্বিতীয় অধ্যায়

(নাগেশ্বরী উপজেলার সম্পদের চিত্রায়ন)

২.১। বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলার চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়ন নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২০-২০২১	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২০২২
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প						
শিক্ষা	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প পিইডিপি ৪ (PEDP4)	নাগেশ্বরী উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পুন:নির্মাণ,বড় ধরনের সংস্কার, ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও অত্র দ্যিালয়সমূহের শিক্ষার উপর্যুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ। পিইডিপি ৪ এর আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ সম্প্রসালন অনুমোদিত হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০২০ হতে ২০২৫-২০২৬	০০	০০
		২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে পিইডিপি ৪ এর আওতায় বিদ্যালয় ভবন মেরামতের জন্য বিদ্যালয় প্রতি ২ লক্ষ টাকা করে বিদ্যালয় মেরামতের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে পিইডিপি ৪ এর আওতায় ২ লক্ষ টাকা করে বিদ্যালয় মেরামত করা হয়।				
		২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে পিইডিপি ৪ এর আওতায় ৪০,০০০ টাকা করে বিদ্যালয় মেরামত করা হয়।			০০	
	চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প-১ (NBIDGPS-1)	নাগেশ্বরী উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পুন:নির্মাণ, বড় ধরনের সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা উপর্যুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০২০ হতে ২০২৫-২০২৬	০০	০০
	চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প-১ (NBIDNNGPS-1)	নাগেশ্বরী উপজেলার সদস্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পুন:নির্মাণ, বড় ধরনের সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমি শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপর্যুক্ত	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০২০ হতে ২০২৫-২০২৬	০০	০০

		পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০২০২০ অর্থ বছরে বিদ্যালয়ের ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান আছে।				
	রাজস্ব খাতে বিদ্যালয় মেরামত	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতের মাধ্যমে ১.৫ লক্ষ টাকা করে বিদ্যালয় মেরামত ও সংস্কার করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	০০	১০৫০০০০০
	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান	উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি	০০	০০
	School Level Implementation Plan (SLIP)	উপজেলার টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান উন্নয়নে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে প্রতিটিতে ৫০-৭০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে	উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান প্রকল্প	০০	০০
	প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ ক্রয়	উপজেলার স: প্রা: বিদ্যালয়ে প্রাক প্রাথমিক শ্রেণীকক্ষের উন্নয়ন।	উপজেলার সকল স: প্রা: বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি	০০	০০
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টয়লেট মেরামত ও সংস্কার	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ২০,০০০ টাকা করে বিদ্যালয়ের ওয়াশ ব্লকের রুটিন মেইনটেনেন্স করা হয়।	উপজেলার সকল স: প্রা: বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি		
	সাব ক্লাস্টার ট্রেনিং	স: প্রা: বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকদের ক্লাস্টারে ভাগ করে ৩ মাস অন্তর ১ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ	উপজেলার সকল স: প্রা: বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক	চলমান কর্মসূচি	০০	০০
মাধ্যমিক শিক্ষা	মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রকল্প (SESIP)	গুনগত শিক্ষা কার্যক্রমে সরকার সহায়তা করছে। ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঝড়ে পড়ার হার অনেকাংশে রোধ হয়েছে।	উপজেলার সকল স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা	চলমান কর্মসূচি	--	--
	সমন্বিত উপবৃত্তি প্রকল্প	৬ষ্ঠ থেকে স্নাতক পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তায় উপবৃত্তি প্রদান।	উপজেলার সকল স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা	চলমান কর্মসূচি		
অবকাঠামো উন্নয়ন	জনগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (IRIDP-৩)	নাগেশ্বরী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ের বিবিন্নি গ্রামীন সড়ক, ব্রীজ, কার্লভার্ট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষন ও উন্নয়ন করা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য গ্রাম ও বাজার/গ্রোথ সেন্টারের	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান প্রকল্প	৪৯৪২২০৮৮	১৭১২৬৯০৫

		মাঝে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, গ্রামীন জনপদে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈলা করার মাধ্যমে গ্রামীন জনপদের উন্নয়ন করা এই প্রকল্পের আওতায় এপর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।				
	রংপুর বিভাগ গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (RDRIIP-2)	উপজেলার হেড কোয়ার্টারের সাথে বিভিন্ন ইউনিয়ন সেন্টার, গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামের যোগাযোগ সহজতর করার লক্ষ্যে সড়ক, ব্রীজ, কার্লভাট তৈরী করা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল গ্রামীন সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন করে এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকার জনগনের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। এপর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান প্রকল্প	--	--
	পল্লী সড়ক ও ব্রীজ/কার্লভাট মেরামত কর্মসূচি (GOBM)	গ্রামীন সড়ক অবকাঠামো পুন:নির্মাণ করে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা এবং এলাকার জনগনের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পের আওতায় এপর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
	শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (CTULO)	এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে উপজেলর ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হচ্ছে।	--	চলমান কর্মসূচি	--	--
	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSIDP)	এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও মেরামত করা হচ্ছে।	--	চলমান প্রকল্প	--	--
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	কাবিখা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।	সমগ্র উপজেলা	চলমান কর্মসূচি	--	--
	টিআর	দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির টিআর আওতায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে	সমগ্র উপজেলা	চলমান কর্মসূচি	---	---
	ইজিপিপি	দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে	সমগ্র উপজেলা	চলমান কর্মসূচি	--	--

		কর্মহীন সময়ে দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পিছিয়ে পরা গ্রামীণ জনগোষ্ঠির সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে আসছে।				
	দুর্যোগ সহিষ্ণু ঘর নির্মাণ প্রকল্প	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে উপজেলায় ৪১ টি পরিবারের মাঝেদূর্যোগ সহিষ্ণু ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
	সেতু/কার্লভাট নির্মাণ	দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অধীন বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান প্রকল্প	--	--
	এইচবিবি করণ	দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অধীন বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।	সমগ্র উপজেলা	চলমান প্রকল্প	--	--
জনস্বাস্থ্য	১.পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প ২.অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প ৩.পিইডিপি-৩/৪ প্রকল্প ৪. সমগ্র বাংলাদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	পানি সরবরাহ প্রকল্পগুলো অত্র এলাকার হতদরিদ্র জনগোষ্ঠি/বিদ্যালয়ের জন্য আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করায় সাধারণ জনগণ ও স্কুলের ছাত্র/ছাত্রিরা বিভিন্ন প্রকার পানিবাহিত রোগ হতে মুক্তি পাচ্ছে। বর্তমানে অত্র এলাকায় নিরাপদ পানির ভারেজ ৯৮% পৌছে গেছে। অপরদিকে জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প অত্র এলাকার হতদরিদ্র জনগোষ্ঠি/ বিদ্যালয়ের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করায় সাধারণ জনগন ও স্কুলের ছাত্র/ছাত্রিরা বিভিন্ন প্রকার রোধ-ব্যাধি হতে মুক্তি পাচ্ছে। বর্তমানে অত্র এলাকায় স্যানিটেশন কভারেজ ৮৭% এ পৌছে গেছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১. ২০১০ সাল হতে চলমান ২.২০১৮ সাল হতে চলমান ৩. ২০২০ সাল হতে চলমান।	--	--
স্বাস্থ্য	কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প	উপজেলার কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন	সমগ্র উপজেলা	চালমান কর্মসূচি	--	--
	ই.পি.আই কার্যক্রম	উপজেলার ০ থেকে ১৮ মাস বয়সী শিশুদের পোলিও, হাম, রুবেলা, যক্ষা, হেপাটাইটিস, নিউমিনিয়া ইত্যাদি রোগের টিকা প্রদান	সমগ্র উপজেলা	চলমান কর্মসূচি	--	--

পরিবার পরিকল্পনা	দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়ার্ড ভিত্তিক স্যাটেলাইট ক্লিনিক যথাযথভাবে সম্পাদন	গর্ভবতী মা ও শিশু, নবজাতক, কিশোর-কিশোরী, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠি এবং সাধারণ রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ১.গর্ভবতী মায়ের ANC I PNC সেবা নিশ্চিত করণ; ২.নবজাতকের সেবা নিশ্চিত করণ; ৩.শিশুদের পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করণ; ৪.কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণ; ৫.স্বল্পমূল্যে ডায়াবেটিকস রোগী সনাক্তকরণ; ৬.স্বল্পমূল্যে রক্তের গ্রুপিং সনাক্তকরণ; ৭.বিপি মেশিনের মাধ্যমে রক্তের চাপ তথ্য প্রেসার নির্ণয় ৮.অন্যান্য সাধারণ রোগীর সেবা নিশ্চিতকরণ; ৯.পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ এবং ড্রোপ আউটের হার কমিয়ে আনা সম্ভব।	সমগ্র উপজেলা	২০১৭ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বছর	--	--
	UH এবং FWC গুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী চালুকরণ	নাগেশ্বরী উপজেলাধীন সকল ইউনিয়নের প্রতিটি গর্ভবতী মা মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ফলে গর্ভবতী মায়েদের ১. প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী করানো যাবে। ২.মাতৃমৃত্যু ও শিমু মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব হবে। ৩.প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে প্রয়োগ সাধন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বছর	--	--
	গ্রাম/ওয়ার্ড/পাড়া ভিত্তিক উঠান বৈঠক ও মা সমাবেশের মত অবহিতকরণ কর্মশালা সম্পাদন	সকল মহিলা, কিশোর-কিশোরী এবং অবহেলিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠি এর ফলে ১.বাল্য বিবাহ হ্রাস পাবে; ২. পরিকল্পিত পরিবার গঠন সম্ভব হবে; ৩. মায়েদের স্বাস্থ্য জ্ঞান বৃদ্ধিপাবে; ৪.পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে; ৫. প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্ম হ্রাস পাবে;	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বছর+	--	--
পল্লী উন্নয়ন	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় প্রকল্পটি উহদকনিক-২য় পর্যায় বৃহত্তর রংপুর বিভাগে ৩৫ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি	পর্যায়ক্রমে উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--

		দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পিছিয়ে পরা গ্রামীণ জনগোষ্ঠি বিশেষ করে মহিলাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। প্রকল্পটির আওতায় ৬০ দিন ব্যাপী দক্ষ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে বিভিন্ন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ যেমন- সেলাই, এমব্রয়টারী, শতরঞ্জি, মোবাইল সার্ভিসিং, বিউটিপার্লার ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পরবর্তী কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করা হয়। ফলে নাগেশ্বী উপজেলায় উহদ-কনিক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রতা অনেক হ্রাস পেয়েছে।				
	অপ্রধান শষ্য-২য় পর্যায়	কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান সহ স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণ ও আদায় এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এই এলাকায় ১৯টি অপ্রধান শষ্য যেমন: তৈল, মসলা, ডাল, ভুট্টা,আদা হলুদ জাতীয় ফসলের উৎপাদন ও বাজারজাতকরনের জন্য প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সরবরাহ করা হয় এই প্রকল্পের মাধ্যমে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০২০ হতে ২০২৩-২৪	---	---
কৃষি	চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান,গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন ও বিতরণ প্রকল্প	৪০টি দলে ১৫জন করে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮-১৯ হতে ২০২৩-২৪	--	--
	চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা জীব উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	প্রকল্প এলাকায় ০৭ টি দলে জন কষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক (Compact) আকারে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন করবে।	উপজেলা সকল ইউনিয়ন	২০১৩-১৪ হতে ২০২১-২০২২	--	---
	খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় পর্যায়) প্রকল্প	বরাদ্দমাফিক অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত কৃষকদের ৫০% উন্নয়ন সহায়তায় আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়। ফলে কৃষি কাজে কৃষকদের অর্থ, শ্রম ও সময় সাশ্রয় হবে।২০১৯-২০২০২০ অর্থ বছরে ৪ জন কম্বাইড হারভেষ্টিং মেশিন ক্রয়ে এই প্রণোদনা প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১১-১২ হতে চলমান	--	--

	কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প	কৃষি আবহাওয়া তথ্য বিষয়ক কেন্দ্র স্থাপন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২	--	--
	রাজস্ব খাতের অর্থায়নে প্রযুক্তি প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচি	অত্র এলাকার কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তোলা, শস্য বহুমূখীকরণ করা, উচ্চমূল্যের ফসল আবাদ বৃদ্ধি করা এবং টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৬-১৭ হতে ২০২২-২৩	--	--
প্রাণিসম্পদ	কৃষিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনগণের আমিষের চাহিদা পুরণ করার লক্ষ্যে সৃষ্টি	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	জানুয়ারী ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২৫	--	--
	ব্লাকবেঙ্গল ছাগল পালন উন্নয়ন ও সম্প্রসারন প্রকল্প	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ছাগল পালন বিষয়ে খামারিদের উপকরন সরবরাহ করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০২০ হতে ২০২৩-২৪	--	--
	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ প্রকল্প NATP	পশু পাখি প্রতিপালনের উপর খামারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৬-১৭ হতে ২০২৩-২৪	--	--
	গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প	গরু হৃষ্টপুষ্টকরনের জন্য খামারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০২০ হতে ২০২৩-২৪	--	--
	পিপিআর রোগ নির্মূল ও ক্ষুরা রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলায় গবাদিপশুর পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষুরা রোগ নির্মূল করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০২০ হতে ২০২২-২৩	--	--
	Livestok and Dairy Development Project	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বারাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০২০ হতে ২০২২-২৩	--	--
মৎস্য	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	উপজেলার স্থানীয় মৎস্য চাষী, মৎস্য জীবি, মৎস্য ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাছের	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	জুলাই ২০১৫ হতে সেপ্টেম্বর ২০২১	--	--

		উৎপাদন বিকল্প আয়-বর্ষক কর্মসঙস্থানের সৃষ্টি হবে।				
	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ প্রকল্প NATP	প্রান্তিক পর্যায়ে মৎস্যচাষীওে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং সু-নির্দিষ্ট জেলা সমুহে বিপনন ব্যবসায় তাদেও প্রবেশাধিকার উন্নয়ন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৬-১৭ হতে ২০২৩-২৪		
	জলাশয় সঙস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	উপজেলার স্থানীয় মৎস্য চারী, মৎস্য জীবি, মৎস্য ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বিকল্প আয়- বর্ধক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। একইসাথে জলাশয়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	জুলাই ২০১৫ হতে চলমান	--	--
সমাজসেবা	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিসন্ধী ভাতা প্রদান কর্মসূচি	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সরকারের একটি জনবান্ধব প্রকল্প। এর আওতায় বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম অন্যতম। যে সমস্ত অসচ্ছল বয়স্ক ব্যক্তির বয়স ৬৫ বছর (পুরুস) এবং ৬২ বছর (মহিলা) তারা ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত। একজন ভাতাভোগী মাসে ৫০০ টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	-- ()	--
		বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, বিধবা ও স্মাবী নিগৃহীতা মহিলা কার্যক্রম একটি সময় উপযোগী কার্যক্রম। অসচ্ছল বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাগণ এ ভাতা পেয়ে থাকেন একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
		অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকল্পে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভুমি পালন করছে। সনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ ভাতা পেয়ে থাকেন। একজন ভাতাভোগী ৭৫০ টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি		
	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ (বয়স্ক) ভাতা	দলিত ও অনগ্রহর জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে এ ভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভূমি পালন করে আসছে। একজন ভাতা ভোগী মাসে ৫০০ টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি		
	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদান	বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমের আওতায় এ উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা ভোগী	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--

		রয়েছে। হতে একজন মুক্তিযোদ্ধা মাসিক ২০০০০ টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।				
	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি	সনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা উপবৃত্তি পেয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থী বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
	দলিত ও অনগ্রসর সম্পদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি	দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচির আওতায় এ উপজেলায় প্রাথমিক স্তর হতে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
	সুদমুক্ত ঋণ প্রদান কর্মসূচি	গরীব ও দু:স্থ জনগনের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন নামে অভিহিত প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। যথা- পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম, পল্লী মাতৃকেন্দ্র ইত্যাদি।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঋণ প্রদান কর্মসূচি	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পূনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ সুদমুক্ত ঋণ পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
	ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত এতিমদের খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচি	এ উপজেলায় সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত এতিমাখানায় ক্যাপিটেশন বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত একজন এতিম শিশু মাসিক ২০০০/- টাকা হারে বরাদ্দ পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
যুব উন্নয়ন	উত্তরবঙ্গের ৭ টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্যায়)	উত্তরবঙ্গের ৭ টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর মাধ্যমে এলাকার একই গ্রামের ১৮-৩৫ বছরের মধ্যে যাদের বয়স সেই সমস্ত স্বল্প আয়ের বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের গ্রুপ ভিত্তিক বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রকল্প ভিত্তিক ঋণ প্রদান করে স্বাবলম্বী/আত্মকর্মী করে গড়ে তোলা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
মহিলা বিষয়ক	ভিজিটি চক্র	অত্র উপজেলায় দু:স্থ অসহায়, হত দরিদ্র, স্বামী পরিত্যাক্ত এবং বিধবা মহিলাদেরকে প্রতি মাসে মাথা পিছু ৩০ কেজি হারে খাদ্যশষ্য (চাল)	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--

		বিতরণ করা হয় এবং IGA এ প্রশিক্ষন দেওয়া হয়।				
	দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি	অত্র উপজেলার দু:স্থ, অসহায়, হত দরিদ্র, গর্ভবতী মহিলাদেরকে প্রতি মাসে মাসিক ৮০০ টাকা হিসেবে ৩ বছর ভাতা প্রদান করা হয় এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
	উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রকল্প	অত্র উপজেলায় দু:স্থ, সহায়, গরীব, স্বামী পরিত্যাক্তা এবং বিধবা মহিলা যাদের বয়স ১৮-৪৫ বছরের মধ্যে তাদেরকে ০৩ তিন মাস পর পর আয়বর্ধক মূলক প্রশিক্ষণ বিউটিফিকেশন ও ভার্মি ট্রেডে প্রশিক্ষনার্থী অত্র কার্যালয়ে ভতি করা হয় এবং প্রশিক্ষনার্থীদেরকে প্রতি মাসে ২০০০ টাকা হিসেবে ভাতা প্রদানসহ সফল প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে অভিজ্ঞতা সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
	নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি সমূহের বাৎসরিক অনুদান	সক্রিয় নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি সমূহে বাৎসরিক ১৫০০০-২৫০০০অনুদান প্রদান করাহয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
	মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রতি বছর মেয়াদী মাসিক কিস্তিতে ৫০০০-১৫০০০ টাকা আদায়যোগ্য ঋণ প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--
বন	বৃহত্তর রঙপুর জেলা কেসই সামাজিক বনায়ন প্রকল্প	উপজেলা ১০ কি: মি: সড়কে Street plantation এর আওতায় বৃক্ষরোপন করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি	--	--

তৃতীয় অধ্যায়ঃ পরিস্থিতি বিশ্লেষন

পরিস্থিতি বিশ্লেষন হচ্ছে উপজেলার বাস্তব অবস্থার একটি চিত্রায়ন। পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষন ও সন্নিবেশন এমন ভাবে করতে হবে যাতে সম্ভব্য সকল সম্পদ ব্যবহার করে কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহনে তা সহায়তা করে। পরিস্থিতি বলতে উপজেলায় বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত কওে এমন অভ্যন্তরিন বাহ্যিক কারনগুলোর সম্বলিত বিশ্লেষনকে বোঝায়। তথ্য ও উপাত্ত বিশদভাবে বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে উপজেলার মূখ্য উন্নয়ন সম্ভবনা, সুযোগ, সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি প্রধান উন্নয়ন অগ্রাধিকার গুলির সনাক্তকরণ জরুরী। অতিতের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো গুরুত্বপূর্ণ (যেমনঃ- আগের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হতে প্রাপ্ত শিক্ষা)। কোন লক্ষ অর্জিত হয়েছে এবং কোন লক্ষ অর্জন করা যায়নি এবং কেন অর্জন করা যায়নি সেটা জানতে হবে। কোন উন্নয়ন উদ্দ্যোগ কাজ করেছে এবং কোন উন্নয়ন উদ্দ্যোগ কাজ করেনি? কোন পন্থায় কাজটি গতিশীল করা প্রয়োজন বা কোন পন্থায় বাতিল করা প্রয়োজন? মোদ্দাকথা হলো বর্তমান করা পরিকল্পনার জন্য অতীতের উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে উপজেলা প্রয়োজনিয় শিক্ষা গ্রহন করবে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষনে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির পরিবর্তে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতসমুহকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে; কেননা বাষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে উন্নয়নের জন্য একটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা। যেখানে উপজেলাকে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র বা উন্নয়নের জন্য খাত চিহ্নিত করতে হয়। অপরদিকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট প্রকল্প অথবা পদক্ষেপ চিহ্নিত করতে হবে।

উপজেলার খাতভিত্তিক বিশ্লেষনে প্রতিটি খাতের জনকেন্দ্রিক সমস্যা চিহ্নিত করে তার অবস্থান, পরিমান ও কারন সমস্যা সমাধানে চলমান কার্যাবলীকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং চলমান কার্যাবলী শেষে ৫ বছর পর আর কতটুক সমস্যা থাকবে তা চিহ্নিত করে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহনের সুপারিশ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ তার সক্ষমতা অনুযায়ী সুপারিশ থেকে কার্যক্রম গ্রহন করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরন বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও টিজিপি পরিস্থিতি বিশ্লেষনে উপজেলাকে সহযোগীতা করেছে।

নাগেশ্বী উপজেলা পরিস্থিতি বিশ্লেষনে আর্থসামাজিক সূচকে তাদের অবস্থানের কারন অনুসন্ধান করেছে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে স্বাস্থ্য খাতে উপজেলা সরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমুহের অবকাঠামো ও উপকরনের অপ্রতুলতার কারনে আগত রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে না। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রসমুহে প্রতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সুবিধা অপ্রতুল। জনস্বাস্থ্য খাতে উপজেলার চর এলাকার প্রায় ৫৫০০ দরিদ্র পরিবার নিরাপদ স্যানিটেশন ও খাবার পানি ব্যবহারের আওত্বায় নেই। শিক্ষাখাতে বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম। অপ্রতুল অবকাঠামো, শিক্ষা গ্রহনে উন্নত পরিবেশ ও উপকরন সংকট এর অন্যতম কারন। একই সাথে দরিদ্র ছাত্রীদের যাতায়াত সমস্যা, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরনের অভাব, বাল্যবিবাহ, ছাত্রীবান্ধব স্যানিটেশনের অনুপস্থিতির কারনে বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের উপস্থিতি কম। সরকার স্থানীয় পর্যয়ে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য রাস্তা,ঘাটের উন্নয়নে ব্যাপক বরাদ্দ প্রদান করেন। উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহত্তর পাকা সড়ক নির্মান কষ্টকর বিধায় উপজেলা পরিষদ ছোট ছোট সংযোগ সড়ক, গার্ডওয়াল, কালভার্ট, ড্রেন, সড়কবাতি নির্মানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে রয়েছে উপজেলাটি অপার সম্ভবনা। তিস্তার পাদদেশে পলল বাহিত উর্বব ভূমি এখানকার কৃষি স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য ও কৃষিজাত পন্যের যোগানে ভূমিকা পালন করবে। তাই কৃষকের পন্য উৎপাদনে খরচ কমিয়ে আনার জন্য কৃষির আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে পাকা নালা স্থাপন, সোলার চালিত পাম্প স্থাপন সহ কৃষকদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একটি জাতীর উন্নয়ন নির্ভর করে তার যুব শক্তির উপর। উপজেলার যুবসমাজহে আধুনিক ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জনসম্পদে রুপান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এছাড়াও অন্যান্য খাতের তথ্য পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের সুপারিশ করেছে।

৩.১ বিভাগ ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষনঃ

খাত	সমস্যাসমুহের বিবরণ				সম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলি	৫ বছর পর অবশিষ্ঠ সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যেসকল কার্যক্রম গ্রহন করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরন	অবস্থান	পরিমান/বিস্তৃতি	কারণ			
কৃষি বিভাগ	মাত্রাতিরিক্ত বালাইনাশকের ব্যবহার	নাগেশ্বরী উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভা	৩৫০০০ টি কৃষি পরিবার	১. বালাইনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব ২. নিরাপদ/জৈব বালাইনাশকের পরিচিতির অভাব	১।নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রদর্শণী স্থাপন ২। কৃষকদের প্রশিক্ষিত করা ৩। নিরাপদ/জৈব	১০০০০ টি কৃষক পরিবার প্রশিক্ষণ/প্রদর্শণী পাবে না	১। নিরাপদ ফসলের পৃথক বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা ২।নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রদর্শণী স্থাপন ৩। কৃষকদের প্রশিক্ষিত করা ৪। নিরাপদ/জৈব বালাইনাশক সহজলভ্য করা

					বালাইনাশক সহজলভ্য করা		
	বানিজ্যিক কৃষি খামার স্থাপন	নাগেশ্বরী উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভা	৩০০০০ টি কৃষি পরিবার	১।শিক্ষিত কৃষি উদ্যোক্তার অভাব ২। অস্থিতিশীল বাজার ব্যবস্থা	১। শিক্ষিত কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা ২। বানিজ্যিক কৃষি খামার স্থাপন ৩। বাজার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন	অবশিষ্ট ১০% কৃষকদের দল গঠনের মাধ্যমে বনিজ্যিক কৃষি খামার স্থাপনের চ্যালেঞ্জ	অবশিষ্ট ১০% কৃষকদের দল গঠনের মাধ্যমে বনিজ্যিক কৃষি খামার স্থাপন করা
	কৃষকেরা কৃষি উৎপাদন হতে আর্থিক ভাবে কম লাভবান হচ্ছে।	নাগেশ্বরী উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভা	২০০০০টি কৃষি পরিবার	১। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, মাটির স্বাস্থ্য সুষম সারের ব্যবহার বিষয়ে কৃষকদের জ্ঞান ও ধারনা কম থাকা। ২। পাকা সেচ নালা না থাকার দরুন সেচের ২৫% পানি অপচয় হচ্ছে। ৩। বিদ্যুৎ ও ডিজেল খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে।	১। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, মাটির স্বাস্থ্য সুষম সারের ব্যবহার বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষিত করে তোলা ২। পাকা সেচ নালা তৈরি করা	১০০০০ টি কৃষক পরিবার প্রশিক্ষণ/প্রদর্শণী পাবে না	১। ১০০০০ টি কৃষক পরিবার কে জৈব সার উৎপাদনের কৌশল সর্ম্পকিত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। সোলার চালিত পাম্প/গভীর নলকুপ স্থাপন করা যেতে পারে। ৩। ২০০০ মিটার পাকা সেচ নালা তৌরী করা যেতে পারে।
মাধ্যমিক শিক্ষা	উপজেলায় মাদ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার আশানুরুপ নয়।	নাগেশ্বী উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা।	২৩,০০০ ছাত্র-ছাত্রী	১। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশের অভাব রয়েছে। ২। বিদ্যালয়ের শ্রেনীকক্ষ জরাজীর্ন দূর্বল অবকাঠামো, শ্রেনীকক্ষ সংকট। ৩। ছাত্র/ছাত্রীদেও জন্য স্বাস্থ্য সম্মত পৃথক স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই। ৪।বিদ্যালয় সমুহে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টও সেটের অভাব। ৫। সকল শিক্ষার্থীদের মাঝে উপকরনের অভাব	মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ হতে ৬ টি প্রতিষ্ঠানে/ বিদ্যালয়ে ৪ তলা বিশিষ্ঠ ভবনের নির্মান কাজ চলছে।	৩৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৭টি মাদ্রাসায় দূর্বল অবকাঠামো, শ্রেনীকক্ষ সংকট, স্যানিটেশন সমস্যা, আসবাবপত্র ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টও সংকট থাকবে।	১। ৩৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৭টি মাদ্রাসা ও ৫টি কলেজে অবকাঠামো উন্নয়ন ও শ্রেনীকক্ষ নির্মান করা যেতে পারে। ২। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও পানির ফিল্টার প্রদান করা যেতে পারে। ৩। কমপক্ষে ২০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১০ টি মাদ্রাসায় ওয়াশব্লক নির্মান করা যেতে পারে। ৪। ৩০০০ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষ

				৬। মাধ্যমিক পর্যায়ে বিশেষ করে মেয়ে শিক্ষার্থীরা ইভটিজিং এর স্বীকার।			উপকরন দেয়া যেতে পারে। ৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও নারি নির্যাতন বিরোধী ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা যেতে পারে।
	নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যয়ে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি (বিজ্ঞান, ইংরেজী, ও গনিত) বিষয়ে ধারনা কম।	নাগেশ্বরী উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা।	২৬০ শিক্ষক ও ৫০ জন কর্মচারী	১। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের অভাব সহ মাল্টিমিডিয়া কনটেইন্ট। তৈরীতে শিক্ষকদের দক্ষতার অভাব। ২। কর্মচারীরা নথি ব্যবস্থাপনায় কোন প্রশিক্ষণ পান না।	কার্যক্রম নেই।	২৬০ শিক্ষকের মাল্টিমিডিয়া কনটেইন্ট তৈরীর ও ৫০ জন কর্মচারীর আইসিটি বিষয়ের উপর ধারনা কমে যাবে।	১। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের ব্যবস্থা করা সহ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। ৫০ জন কর্মচারীর নথি ব্যবস্থাপনা ও আইসিটি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।
মৎস্য বিভাগ	মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য খাদ্যের দাম	নাগেশ্বরী উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভা	২৮৬০ টি মৎস্য পরিবার	১. মৎস্য চাষে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব ২. মাছ চাষের উপকরণ ব্যয় অনেক বেশি	১।নিরাপদ মৎস্য উৎপাদনের জন্য প্রদর্শণী খামার স্থাপন ২। মৎস্য চাষিদের প্রশিক্ষিত করা ৩। নিরাপদ মৎস্য খাদ্য ও উপকরণ সহজলভ্য করা	৮০০ টি মৎস্য চাষির পরিবার প্রশিক্ষণ/প্রদর্শণী পাবে না	১। নিরাপদ মৎস্য খাদ্য সহায়তা প্রদান করা ২।নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন প্রদর্শণী স্থাপন ৩। মৎস্য চাষিদের প্রশিক্ষিত করা ৪। নিরাপদ মৎস্য চাষের উপকরণ সহজলভ্য করা
	মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন	নাগেশ্বরী উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভা	৩০০ টি জেলে পরিবার	১।মৎস্য সংরক্ষণ আইন ও এর সুফল জ্ঞানের অভাব ২। মৎস্য আবাসস্থল ও জলজ পরিবেশ দূষণ ৩। ডিম ওয়ালা, দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ বিলুপ্তি	১। মৎস্যজীবি ও জেলেদেও সচেতনতা বৃদ্ধি করা ২। মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ৩। নিয়মিত মৎস্য সুরক্ষা	৫ বছর পরে পুরাতন অভয়াশ্রম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা চ্যালেঞ্জ	১ বছর পর পর পুরাতন অভয়াশ্রম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।

					আইন বাস্তবায়ন		
যুব উন্নয়ন	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যলয়ে আগত সেবা গ্রহনকারীগণের যুগপোযোগী সেবা পাচ্ছেনা।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যলয়	সেবাগ্রহীতাগণ	১। আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই। ২। গতানুগতিক বরাদ্দ। ৩। দক্ষ প্রশিক্ষকের অভাব।	সীমিত পর্যায়ে	-	১। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। ২। সময়োপযোগী খাতে বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। ৩। দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরী করার উদ্দোগ নিতে হবে।
স্বাস্থ্য বিভাগ	হাসপাতাল, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীগণ মানসম্মত সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে	হাসপাতাল , স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক	উপজেলার সকল জনসাধারন	১। স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমুহে বিদ্যুৎ সংযোগের ঘাটতি। ২। পর্যাপ্ত আসবাবপত্রের অভাব। ৩। ভবন সমুহ ভঙ্গুর, জীর্ণ। ৪। রোগীদের বসার ব্যবস্থা নেই। ৫ ।কমিউনিটি ক্লিনিক সমুহে বাউন্ডারী না থাকায় নিরাপত্তার অভাব রয়েছে।	কোন কার্যক্রম নেই	হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক হতে মানুষ সেবা বঞ্চিত হচ্ছে।	১। প্রতিষ্ঠান সমুহে সোলার সিস্টেম স্থাপন করা যেতে পারে। ২। স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক সমুহে আসবাবপত্র দেয়া যেতে পারে। ৩। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা যন্ত্রপাতি দেয়া যেতে পারে। ৪। কমিউনিটি ক্লিনিক সমুহ মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী করা যেতে পারে।
	স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স -এ আগত সেবা গ্রহনকারীগণ মানসম্মত সেবা গ্রহনে সমস্যা গ্রস্ত হচ্ছে।	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	২৫০০০ জন রোগী	১। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যাৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। ২। হাসপাতালে পর্যাপ্ত সংক্ষক চিকিৎসা সামগ্রী/যন্ত্রপাতি নেই। ৩। পৃথক নিরাপদ প্রসব কেন্দ্র নেই। ৪। হাসপাতালের বাইরে কোন টয়লেট নেই। ৫। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এর কোন ড্রেনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নেই।	কার্যক্রম নেই	স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স - এ আগত ২৫০০০ সেবা গ্রহনকারী সেবা হতে বঞ্চিত হবে।	১। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স - এ শক্তিশারী জেনারেটর প্রদান। ২। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স - এ আসবাবপত্র ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতি প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ওটি রুমের যন্ত্রপাতি দেয়া যেতে পারে। ৪। নিরাপদ প্রসবকেন্দ্র নির্মান করা যেতে পারে। ৪। হাসপাতালের বাইরে কোন টয়লেট স্থাপন করা যেতে পারে। ৪। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে -এ আধুসিক ড্রেনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট তৈরী করা যেতে পারে।

পরিবার পরিকল্পনা	পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি গ্রহনের হার বৃদ্ধি	সমগ্র নাগেশ্বরী উপজেলা	দুই বা তদুর্ধ সন্তান বিশিষ্ট পরিবার/ এক বা তদুর্ধ সন্তান বিশিষ্ট পরিবার/ নব বিবাহিত ও এক সন্তান বিশিষ্ট পরিবার	১). অপরিকল্পিত গর্ভধারণ রোধ ২). পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম ৩). বারবার পদ্ধতি নেয়ার ঝামেলা নেই ৪). বিশেষঙ্গ চিকিৎসক কর্তৃক সম্পাদন ৫). সরকার নির্ধারিত অল্প প্রণোদনা প্রদান	১). মাঠ কর্মীদের মাধ্যমে মোটিভেশন ২). ক্যাম্পেইন পরিচালনার মাধ্যমে সম্পাদন	১). অনাহূত ভীতি ২). কুসংস্কার ৩). ধর্মীয় গোঁড়ামি ৪). গুজবে কান দেয়া ৫). জনবল ঘাটতি	১). ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে স্বাভাবিক প্রসব সেবা গ্রহণকারীকে মাতৃত্বকালীন ভাতা দিয়ে সহযোগিতা করা ২). সকল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ৩). বিলবোর্ড স্থাপন ও লিফলেট বিতরণ করা ৪). বিদ্যমান বিভিন্ন কমিটির কার্যপরিধি বৃদ্ধি সহ নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান ও ফলোআপ নেয়া ৫). দুর্গম এলাকা/চরাঞ্চলে বিশেষ ক্যাম্পেইন করে অবগত করা ৬). সেবা কেন্দ্রের আধুনিকীকরণ ৭). নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ ৮). উপজেলা পরিষদের সহযোগিতায় ওয়ার্ড ভিত্তিক সভা/কর্মশালার আয়োজন করা ৯). ধর্মীয় ব্যক্তিদের নিয়ে আলাদা ফোরাম তৈরি ১০). সরকারি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে জোরদার সমন্বয় বাড়াতে হবে
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে স্বাভাবিক প্রসব সেবা বৃদ্ধি/ সিএসবিএ দ্বারা বাড়িতে স্বাভাবিক প্রসব সেবা/ মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা	সমগ্র নাগেশ্বরী উপজেলা	সকল গর্ভবতী মা ও ০-৫ বছর বয়সী শিশু	১). পরিকল্পিত গর্ভধারণ ২). ঝামেলা মুক্ত নিরাপদ প্রসব ৩). প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি প্রদান ৪). প্রশিক্ষিত ব্যাক্তি কর্তৃক সম্পাদন ৫). সকল সেবা বিনামূল্যে প্রদান ৬). অপ্রয়োজনীয় সিজার রোধ	১). মাঠ কর্মীদের মাধ্যমে মোটিভেশন ২). প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব বৃদ্ধি ৩). প্রয়োজনে উচ্চতর কেন্দ্রে রেফার ৪). ২৪/৭ স্বাভাবিক প্রসব সেবা চলমান	১). অনাহূত ভীতি ২). কুসংস্কার ৩). ধর্মীয় গোঁড়ামি ৪). গুজবে কান দেয়া ৫). জনবল ঘাটতি ৬). অযথা সিজার রোধ	
	পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা/কর্মশালা	সমগ্র নাগেশ্বরী উপজেলা	সকল সক্ষম দম্পতি	১). দাম্পত্যের শুরু থেকেই ধারণা থাকা প্রয়োজন ২). শ্রেণি বিন্যাস করে আলোচনা ৩). সুন্দর আগামির জন্য পরিকল্পিত পরিবার ৪). সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করে স্বামী-স্ত্রী মিলে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা ৫). সেবা প্রাপ্তির জন্য মাঠকর্মী ও সেবা কেন্দ্রের পরিচিতি তুলে ধরা ৬). ড্রপ আউট ও অপূর্ণ চাহিদার হার হ্রাস করা	১). মাঠ কর্মীগণ বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে কার্যাদি সম্পন্ন করা ২). বাল্য বিয়ে রোধে পরামর্শ প্রদান	২০ %	
প্রাণিসম্পদ	উপজেলার গবাদি পশু পালন কারি পরিবার গন আর্থিক ভাবে	সমগ্র নাগেশ্বরী উপজেলা	৪৭৮৪৬টি পরিবারের মধ্যে গরু-৭৯৭৮৩	১।গবাদি পশু -পাখিকে পর্যপ্ত পরিমানে সঠিক সময়ে টিকা,কৃমিনাষক প্রদান না করায় প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক	উপজেলা প্রানিসম্পদ হতে টিকাপ্রদান করা হচ্ছে ।	টিকার মুল্য হ্রস ,পর্যাপ্ত কৃমিনাষক ও ঔষধ সরবরাহ।	১।উপজেলা পরিষদ হতে কৃমিনাষক ও ঔষধ প্রদান,সরকারি ভাবে ভরতুকি দেয়া ।

	ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছেন		ছাগল-৭৬৭৫৮ ভেরা-১০৩০০ মুরগি-৪৫৬৫৩০ হাঁস-২৬৬৯৭৪ কবুতর -১৪০১৫৩ মহিষ-১৫৭	গবাদি পশু-পাখি বিভিন্ন রোগ জনিত কারনে বিষেশত ক্ষুরা ,ছাগল ভেরা পিপিআর ও দেশি মুরগি রানিক্ষেত রোগে মারা যায় । ২। গবাদি পশুর কৃমিনাষক প্রয়োগ ভ্যাক্সিনেষন ও পালন পদ্ধতি বিষয়ে পালন কারিদের দক্ষতার অভাব । ৩। প্রান্তিক সেবাকেন্দ্র/প্রজনন সমুহে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব।			২। প্রান্তিক সেবাকেন্দ্র/প্রজনন কেন্দ্র সমুহে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা যেতে পারে।
পল্লী উন্নয়ন	ঋন গ্রহীতারা ঋণ পরিশোধে অনিহা দেখাচ্ছে ফলে খেলাপি ঋণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।	নাগেশ্বরী উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভা	২৫০০ ঋনগ্রহীতা	১। সঠিকখাতে বিনিয়োগ করতে না পারা। ২। ঋণ পরিশোধে অনিহা ও অপারগতা প্রকাশ।	কার্যক্রম নেই।	২৫০০ জন ঋণগ্রহীতা	১। উপজেলার ২৫০০ জন ঋ গ্রহীতার দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
মহিলা বিষয়ক	বাল্য বিবাহের হার	উপজেলার সকল ইউপি	×	দারিদ্র,কুসংস্কার,অশিক্ষা অসচেনতনতা	১। উঠান বৈঠক ২। সভা, কর্মশালা	বাল্য বিবাহের হার হ্রাস পাবে।	১। উঠান বৈঠক সভা বৃদ্ধি করা। ২। প্রশিক্ষনের পরিমান বৃদ্ধি।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	দুর্যোগপূর্ন, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জনগন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে	নাগেশ্বরী উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভা	উপজেলার সকল জনগন	১। দুর্যোগ সময় জনগনের করনীয় সর্ম্পকে ধারনার অভাব। ২। দুর্যোগকারীন ও পরবর্তী সময়ে উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য স্বেচ্ছাসেবক নাই। ৩। উদ্ধার কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় রেস্কিউ বোর্ড নাই।	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগনের মাঝেত্রান সহায়তা প্রদান।	৫০%	১। প্রতিটি ইউনিয়নে ও পৌরসভায় ১টি করে দুর্যেগ ব্যাবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২।সকল জনপ্রতিনিধিদের দুর্যেগ ব্যাবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
জনস্বাস্থ্য	ক) উপজেলার দরিদ্র পরিবার সমূহ ও শিক্ষা প্রতিষ্টনে অধ্যায়ন রত	নাগেশ্বরী উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়ন ও	-	১। আয়রন ও আর্সেনিক মুক্ত নলকুপ। ২। স্বাস্থ্য সম্মত্য স্যানিটেশনের সচেতনের অভাবে।	১। সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অগ্রাধিকার	-	নলকুপ স্থাপন,ওয়াশ ব্লক নির্মান, আর্সেনিক স্কিমিং ।

	ছাত্র-ছাত্রীরা পানী বাহিত রোগের যুকির মধ্যে আছে। খ) স্বাস্থ্য সম্মত্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা না থাকার কারনে বিভিন্ন ধরনের রোগের যুকি আছে।	১ টি পৌরসভা		৩। হাইজিন বিষয় সচেতনের অভাবে। ৪। শিক্ষা প্রতিষ্টনে অধ্যায়ন রত ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্মত ওয়াশ ব্লক এর অভাব।	মুলক গ্রামীন পানী সরবরাহের ১৮৪ অগভীর নলকুপের কাজ প্রক্রিয়াধীন ।		
প্রাথমিক শিক্ষা	শতভাগ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী যথাসময়ে অথবা একেবারেই প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারছে না।	নাগেশ্বরী উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভা	ঝরে পড়ার হার কমাতে হবে		১। উপবৃত্তি ২। স্কুল ফিডিং ৩। হোম ভিজিট ৪। উঠান বৈঠক	সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে।	চলমান কার্যক্রমগুলোকে চলমান করা।
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	জনগন উপজেলার বিভিন্ন পরিসেবা সমুহে গমনের ক্ষেত্রে সমস্যার সমুক্ষিণ হচ্ছেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১৫ টি কাচা সড়ক পাকা করতে হবে। ১৫০ টি সোলার শক্তির সড়ক বাতি স্থাপন করতে হবে। ঈানি নিস্কাসনের জন্য নালা নির্মান।	১। রাস্তা সমুহে সড়ক বাতি নেই। ২। রাতের বেলা জরুরী প্রয়োজনে মানুষ সেবা নিতে আসতে পারে না। ৩। বর্ষাকালে কাচা রাস্তা সমুহ চলাচলের অনুপোযুগী হয়ে পরে। ৪।উপজেলার গুরুত্বপূর্ন সড়কের পাশে পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন বা নালা নেই।	সীমিত পরিসরে বিদ্যমান	উপজেলার ৫০% সড়ক কাচা থাকবে।	১। রাস্তা সমুহে সড়ক বাতি স্থাপন করতে হবে। ২। গুরুত্বপূর্ণ কাচা রাস্তা সমুহ চলাচলের উপযোগী করে তুলতে হবে। ৪।উপজেলার গুরুত্বপূর্ন সড়কের পাশে পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন বা নালা নির্মান করতে হবে।
	টেকসই উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।	নির্মানাধীন সড়ক ও অবকাঠামো সমুহ	সমগ্র উপজেলায়	১। নির্মান শ্রমিকরা প্রশিক্ষিত না। ২। টেকসই উন্নয়ন প্রযুক্তি সর্ম্পকে মালিক-শ্রমিক পর্যায়ে জ্ঞানের অভাব।	কো কার্যক্রম নেই	টেকসই অবকাঠামো নির্মান শুরু হবে।	১। নির্মান শ্রমিক/ইলেকক্ট্রিক/পানি লইন ফিটিং শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। ২। টেকসই উন্নয়ন সর্ম্পকে জন সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচী গ্রহন করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়: রূপকল্প ও বাজেট বিবরণী

৪.১ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের রূপকল্পঃ

পরিস্থিতি বিশেষষণের ভিত্তিতে নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল এমনভাবে নির্ধারণ করবেন যেন উপজেলা পরবর্তী পাঁচ বছরের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২১-২২ প্রণয়নে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২১-২০২৬ এর রূপকল্পকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

উন্নয়ন পরিরকল্পনার ক্ষেতে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের কাঙ্খিত পরিস্থিতি বা চিত্র। উপজেলার প্রেক্ষিতে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের দ্বারা স্থিরকৃত কাঙ্খিত পরিস্থিতি বা চিত্র। এটা জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করা উপজেলার ভবিষ্যত চিত্র এবং উপজেলা কি করতে চায় এবং কোথায় যেতে চায়। সে কারণে এটা উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে এবং উপজেলার ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধাণের সহায়তা করে। এই প্রেক্ষাপটে, একটি গুরুত্বপূর্ণ পশ্ন হচ্ছে, "আপনি ভবিষ্যতে আপনার উপজেলাকে কিভাবে দেখতে চান"?

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২১-২২ প্রণয়নে উপজেলা পরিষধ সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত রূপকল্প নির্ধারণ করেছে যেখানে ৭ টি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেছে, যা কিনা এই উপজেলার জনগণের জীবযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমি রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

"নাগেশ্বরী উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মাদক সেবন ও বল্যবিবাহ রোধ, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরীর মাধমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, এবং ক্রীড়া ও সংস্কৃতির বিকাশ করে জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন"।

৪.২ উপজেলা পরিষদের বাজেট সার-সংক্ষেপ (২০২১-২০২২ অর্থ বছর)

নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদের বাজেট (২০২১-২০২২ অর্থবছর)

ফরম-'ক'' (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)

বাজেট সার-সংক্ষেপ

বিবরণ		পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০২০-২০২১	চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০২২-২০২৩
অংশ-১	**রাজস্ব হিসাব**			
	প্রাপ্তি			
	রাজস্ব	২,০২,৭৬,৭৯৬	২,১০,০০,০০০	২,২০,০০,০০০
	অনুদান			
	মোট প্রাপ্তি	২,০২,৭৬,৭৯৬	২,১০,০০,০০০	২,২০,০০,০০০
	বাদ রাজস্ব ব্যয়	১,৭২,৩২০৮৮	১,৩০,২০,৫০০	১,৪২,৯৪,০০০
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি **(ক)**	৩০,৪৪,৭০৮	৭৯,৭৯,৫০০	৭৭,০৬,০০০
অংশ-২	উন্নয়ন হিসাব উন্নয়ন অনুদান	১,৯৩,০০,২১৫	২,২৫,০০,০০০	২,৫০,০০,০০০
	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা	-		
	মোট (খ)	১,৯৩,০০,২১৫	২,২৫,০০,০০০	২,৫০,০০,০০০
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ **(ক+খ)**	২,২৩,৪৪,৯২৩	৩,০৪,৭৯,৫০০	৩,২৭,০৬,০০০
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়	১,৯৩,০০,২১৫	২,২৫,০০,০০০	২,৫০,০০,০০০
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	৩০,৪৪,৭০৮	৭৯,৭৯,৫০০	৭৭,০৬,০০০
	যোগ প্রারম্ভিক জের **(১ জুলাই)**	০	৩০,৪৪,৭০৮	১,১০,২৪,২৮০
	সমাপ্তি জের	৩০,৪৪,৭০৮	১,১০,২৪,২৮০	১,৮৭,৩০,২৮০

ফরম খ

(বিধি-৩ এবং আইনের চতুর্থ তফসিল দ্রষ্টব্য)

রাজস্ব হিসাব প্রাপ্ত আয় অংশ-১ঃ-

আয়			
প্রাপ্তির বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট	পরবর্তী বৎসরের বাজেট
১	২	৩	৪
রাজস্ব	২,০২,৭৬,৭৯৬	২,১০,০০,০০০	২,২০,০০,০০০

অংশ ১-রাজস্ব হিসাব

ব্যয়			
ব্যয়ের খাত	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০২০-২০২১	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০২২-২০২৩
১	২	৩	৪
১। সাধারণ সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক			
ক. সম্মানী/ভাতা	১৪,৪১,৫০০	১৪,৪১,৫০০	১৫,০০,০০০
খ. কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন-ভাতা			
(১) উপজেলা পরিষদ কর্মচারী	৩,৯১,০০০	৩,৯১,০০০	৫,০০,০০০
(২) দায়যুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত)	-		
(৩) ইউপি সচিব, হিসাব সহকারী কাম কম: অপাটেরদের বেতন	-	২০,০০,০০০	২০,০০,০০০

গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়			
ঘ. প্রাচীর ও গৃহ নির্মান/সংস্কার	-	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০
ঙ. উপজেলা পরিষদ বাসাবাড়ি সংস্কার/রক্ষণাবেক্ষণ	১০,০০,০০০	৫,০০,০০০	৭,০০,০০০
চ. আনুতোষিক তহবিলের স্থানান্তর	-		
ছ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী	১,২০,০০০	১,২০,০০০	১,২০,০০০
২। কর আদায়ের জন্য ব্যয়	-		
৩। অন্যান্য ব্যয়			
ক. টেলিফোন	১৩৮৪	৫০,০০০	৫০,০০০
খ. ইন্টারনেট	৭৫০০	১৮,০০০	২৪,০০০
গ. বিদ্যুৎ বিল	১,২৬,৮১৭	২,০০,০০০	২,৫০,০০০
ঘ. কম্পিউটার/বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	৩,০০,০০০	৫,০০,০০০	৫,৫০,০০০
ঙ. আসবাবপত্র সংক্রান্ত	৭৪,২৫০	৫,০০,০০০	৫,৫০,০০০
চ. পৌর কর	১,১২,০০০	২,০০,০০০	২,৫০,০০০
ছ. গ্যাস বিল	-		
জ. পানির বিল	-		
ঝ. ভূমি উন্নয়ন কর	২৪,৬২৫	৫০,০০০	১,০০,০০০
ঞ. অভ্যন্তরীণ অডিট ব্যয়	-		
ট. মামলা খরচ	-		
ঠ. আপ্যায়ন ব্যয়	৩,৬০,০০০	৪,৫০,০০০	৫,০০,০০০
ড. রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসের জন্য ব্যয়			
ঢ. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল/আয় বাকী খাতে বিনিয়োগ			
ণ. আনুষাঙ্গিক ব্যয়	৬০,০০০	২,০০,০০০	২,৫০,০০০
ত. বিজ্ঞাপন	৫১,৭০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০
থ. পানির পাম্প ক্রয়	১৬,৪০৯	১,০০,০০০	১,০০,০০০
৪। কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিষ্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণ)	-		
৫। বৃক্ষ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	৭,০০,০০০
৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান			
ক. উপজেলা এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাব আর্থিক অনুদান	২,০০,০০০	২,০০,০০০	৩,০০,০০০
খ. আর্থিক সাহায্য	৯৩,০০০	৪,০০,০০০	৫,০০,০০০
৭। জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,৫০,০০০
৮। খেলাধুলা ও সংস্কৃতি		১,০০,০০০	৩,০০,০০০
৯। জরুরী ত্রাণ		১০,০০,০০০	১০,০০,০০০
১০। অপ্রত্যাশিত ব্যয়	২,৪০,৪০০	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০
১১। অন্যান্য ব্যয় (করোনাভাইরাস, মুজিববর্ষ)	১৭,১৬,৫৮০	১৮,০০,০০০	২০,০০,০০০
১২। রাজস্ব উদ্বৃত্ত	৩০,৪৪,৭০৮	-	-
১৩। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ এ সমর্পনকৃত অর্থ	৭২,৫০,২১৫	-	-
মোট	১,৭২,৩২,০৮৮	১,৩০,২০৫০০	১,৪২,৯৪০০০

অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব (প্রাপ্তি)

ব্যয়			
প্রাপ্তির বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০২০-২০২১	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০২২-২০২৩
১	২	৩	৪

১। অনুদান (উন্নয়ন) ক. সরকার খ. অন্যান্য উৎস (যদি থাকে, নির্দ্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে) ২। স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা ৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত	১,২০,৫০,০০০ ৭২,৫০,২১৫	১,৪৫,০০,০০০ ৮০,০০,০০০	১,৬০,০০,০০০ ৯০,০০,০০০
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব)	১,৯৩,০০,২১৫	২,২৫,০০,০০০	২,৫০,০০,০০০

অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব (ব্যয়)

প্রাপ্তির বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০২০-২০২১	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০২২-২০২৩
১	২	৩	৪
১। কৃষি ও সেচ		২৩২২০০০	২৭৮৬৪০০
২। শিল্প ও কুটির শিল্প	১৯৩৫০০০	১১৬১০০০	১৩৯৩২০০
৩। ভৌত অবকাঠামো	৯৬৭৫০০	৩৪৮৩০০০	৩৭১৫৬০০
৪। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো	২৯০২৫০০	২৭৬৩০০০	৩০৭৯৬০০
৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	২৯০২৫০০	২৩২২০০০	২২৮৬৪০০
৬। বিবিধ (প্রয়োজনে অন্যান্য খাতের এইরূপ ব্যয় উল্লেখ করিতে হইবে)	১৯৩৫০০০ ৯৬৭৫০০	১১৬১০০০ ১১৬১০০০	১৩৯৩২০০ ১৩৯৩২০০
৭। সেবা	৯৬৭৫০০	২৩২২০০০	২৩৮৬৪০০
৮। শিক্ষা	১৯৩৫০০০	৩৪৮৩০০০	৩৭৭৯৬০০
৯। স্বাস্থ্য	২৮৫২৭১৫		
১০। দারিদ্র হ্রাসকরণঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা			
১১। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়		২৩২২০০০	২৭৮৬৪০০
১২। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন	১৯৩৫০০০		
১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ			
১৪। সমাপ্তি জের			
মোট ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব)	১,৯৩,০০,২১৫	২,২৫,০০,০০০	২,৫০,০০,০০০

ফরম-গ (বিধি-৫ দ্রষ্টব্য)

উপজেলা পরিষদের নিয়মিত কর্মচারীদের বিবরণী

অর্থ বৎসর ২০২১-২০২২

বিভাগ/শাখা	ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতনক্রম	মহার্ঘ ভাতা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬
উপজেলা পরিষদ	০১	জীপ চালক	০১	-	-
	০২	মালী	০১	৫৫০/-	-
	০৩	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০১	৫৫০/-	-
প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল	অন্যান্য ভাতাদি	মাসিক গড় অর্থের পরিমাণ	বাৎসরিক প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ		মন্তব্য
৭	৮	৯	১০		১১
-					
-					

ফরম-ঘ

(বিধি-৫ দ্রষ্টব্য)

উপজেলার কোন বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থের বিবরণী

অর্থ বৎসর ২০২১-২০২২

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী	সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমান	চলতি অর্থ বৎসরে ব্যয়িত অথবা সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ	সম্ভাব্য স্থিতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
-	-	-	-	-	-

পঞ্চম অধ্যায়

(বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য)

৫.১ পরিকল্পনা কি

কোন দেশের ভবিষ্যত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্ভাবনা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সিদ্ধান্ত গস্থহণ ও কার্যক্রম প্রণয়নের সনাতন প্রক্রিয়া হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা। এর মাধ্যমে দেশের রুপকল্প লাভ করা সম্ভব হয় যার মাধ্যমে সরকার দেশ ও জনসাধারণের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে কোন দেশের সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য এশটি মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা। এাঁ ব্যতীত সরকারের পক্ষে রুপকল্পের আলোকে কার্যকরভাবে দক্ষতার সাথে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ এবং আর্থিক বরাদ্দ ও মানব সম্পদ নিয়োজিত করা সম্ভব নয়।

একই সাথে, জনগণকে অবশ্যই পরিকল্পনা প্রণয়ণে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় তারাও পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে উদ্বুদ্ধ হবে। এভাবে জনসাধারণ আউটপুট মনিটরিং এবং ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন।

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তি সময়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয় এবং এশটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক এশটি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' (২০১০-১১ হতে ২০২০-২১) এবং মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা 'সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা' প্রণীত হয়েছে। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে:

ক) জিডিপি প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র হ্রাস।

খ) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি নাগরিকের সম্পৃক্ততা ও সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক ক্ষমতায়নের জন্য এশটি বৃহত্তর আঙ্গিকের কৌশল নির্ধারণ।

গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় এশটি টেশসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া নির্মাণ, প্রাকৃতিক সম্পদেও টেশসই ব্যবহার, অনিবার্য নগরায়নের সফল ব্যবস্থাপনা।

এছাড়াও, ২০১৫ সালে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছে এবং এশটি মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

৫.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা বিদ্যমান রয়েছে। জাতীয় ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

৫.২.১ জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ

জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে রয়েছে ১) পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ ২) সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০; এবং ৩) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিকল্পনা কমিশন এর দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের ধারণা, প্রত্যাশা ও রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহকে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে প্রতিফলন ঘাঁনো এবং এগুলোকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা। পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন করা।

৫.২.২ খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের জন্য বিস্তৃত পরিসরের পরিকল্পনা যেমন; কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ ইত্যাদি। কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের সঠিক ও টেশসই পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য উপ-খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ে সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এনবিডি-এর নিজস্ব খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকে যা (১) এ উল্লিখিত জাতীয় পরিকল্পনা অনুসাওে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। যেমন; যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে বাংলাদেশ সড়ক মাস্টার প্লান (আরএমপি) ২০০৭, যেখানে নতুন সড়ক নির্মানের বিস্তারিত ভৌত কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের জন্য, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১০ হচ্ছে খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার এশটি উদাহরণ। জাতীয় পশু সম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালায় পশু সম্পদ খাতের বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রদান করেছে। উক্ত খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণীত হয়ে থাকে এবং এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন একক নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয় না। এ ধরনের খাতওয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৫.২.৩ উপজেলা পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহ

উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদা, অগ্রাধিকার, সক্ষমতা ও সম্পদেও প্রাপ্যতা বিবেচনা করে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায় কর্মরত এনবিডিসমূহের চাহিদাও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ও একীভূত পরিকল্পনাই উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা হওয়া দরকার। উক্ত পরিকল্পনায় জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহের প্রতিফলন থাকতে হবে এবং স্থানীয় বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় ও খাতওয়ারি লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে হবে।

❑ উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা

পঞ্চ-বার্ষিক প্ররিকল্পনা উপজেলা পরিষদের একটি মধ্যম মেয়াদের পরিকল্পনা। উক্ত পরিকল্পনাটি সমন্বিত প্রকৃতির (comprehensive) হওয়া উচিৎ এবং এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের যেমন; ইউনিয়ন, পৌরসভা, এনবিডি, এনজিও ও ব্যক্তিখাতের প্রস্তাবনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ। উক্ত পরিকল্পায় ভিশন, উদ্দেশ্যসমুহ,উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ, অগ্রাধিকার প্রকল্প/স্কিম এবং সময়াবদ্ধ বাস্তবায়নসূচী থাকতে হবে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে করে এাঁ জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং উহাতে অবদান রাখতে পারে।

❑ উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে উপজেলার বার্ষিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা। এতে প্রকল্প, প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়, তহবিলের উৎস, বাস্তবায়ন কৌশল, বাস্তবায়নকারি সংস্থা, পরীবিক্ষণ পদ্ধতি (monitoring mechanism) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদিত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক বিভাজন হওয়া বাঞ্চনীয়।

৫.২.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম-প্রবাহ ও সময়সূচি

এলজিডি'র নির্দেশিকা[১] অনুসারে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে সকল উন্নয়ন প্রকল্প (স্কিম) গ্রহন করতে হবে।

সাধারণভাবে উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে:

- ❑ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত মধ্যম-মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল
- ❑ বিদ্যমান পরিস্থিতি (জরুরী এবং/ বা গুরুত্বপূর্ণ)
- ❑ বিদ্যমান অগ্রাধিকার প্রকল্প ও স্কিম
- ❑ আর্থিক সম্পদেও প্রাপ্যতা এবং
- ❑ প্রকল্প বাস্তবায়নের কারিগরি সক্ষমতা

যেহেতু পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তাই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

প্রতি উপজেলার অর্থ বছর অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট সময়কাল। সে কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রতি বছর এপ্রিল মাসে উদ্যোগ গস্থহণ কওে জুন মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

৫.২.৫ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়ন প্রক্রিয়া নিচের চিত্র ১ এ উপস্থাপন করা হলো।

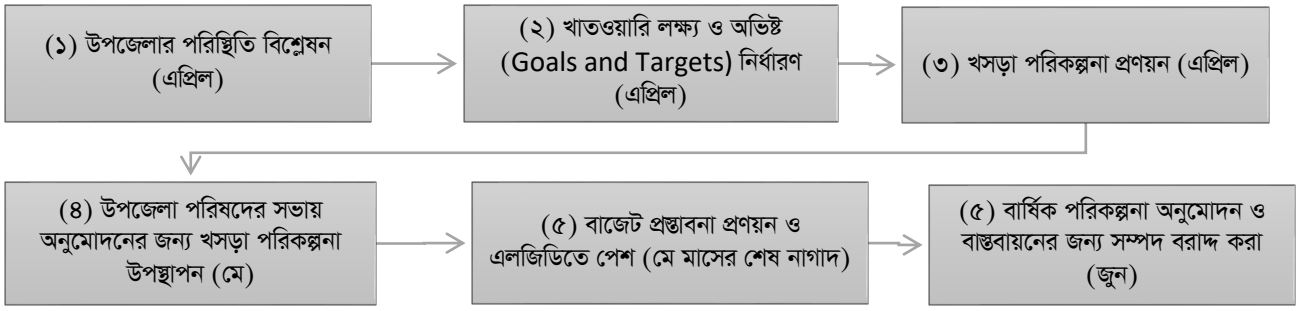

চিত্র ১: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছে। একইসাথে প্রত্যেক ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় সময় সম্পর্কেও আলোচনা করেছে এবং বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ কররছে। উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার জন্য এশটি কারিগরি কমিটিও গঠন করে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সুপারিশকৃত ফরম্যাট নিম্নে এ প্রদর্শন করা হলোঃ

৫.৩ পরিকল্পনার ফরম্যাট

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	দায়িত্বশীল ব্যক্তি	স্থান	সময়সীমা	পদ্ধতি
সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে পরামর্শ	বিভিন্ন সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ইউপি, ইউডিসিসি ও ওয়ার্ড সভা	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা
তথ্য, পরিকল্পনার প্রস্তাবনা সংগ্রহ	উপজেলা কমিটি, টিজিপি	ইউপি, ইউডিসিসি ও সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	দলীলপত্র সংগ্রহ
সম্পদ বিবরণী হালনাগাদ করা	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	মার্চ মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ সন্নিবেশন	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ যাচাই-বাছাই	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা/ বিশ্লেষন
খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা চুড়ান্ত করা	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	আলোচনা/ বিশ্লেষন
উপজেলা পরিষদে খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা পেশ করা	উপজেলা কমিটি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	খসড়া পরিকল্পনা

ষষ্ঠ অধ্যায়: প্রকল্প সারসংক্ষেপ

৬.১ নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ অর্থ বছর

স্থানীয় চাহিদা ও বাস্তব অবস্থার উপর ভিত্তি করে উপজেলা উন্নয়ন প্রকল্প যাচাই ও বাছাই কমিটি কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত প্রকল্প গুলি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) ও দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পেরন নাম	বরাদ্দ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৬
১		নারায়নপুর ইউ'পি ডুমুরদহ উচ্চ বিদ্যালয় মেরামত করণ।	২০০০০০.০০	
২		চৌবাড়ী পয়ড়াডাঙ্গা দূর্গা মন্দির মেরামত করণ।	২০০০০০.০০	
৩		বন বিভাগের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	
৪		পূর্ব রামখানা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর মেরামত করণ।	২০০০০০.০০	
৫		পশ্চিম রামখানা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর মেরামত করণ।	২০০০০০.০০	
৬		বেরুবাড়ী ইউ'পির শালমারা ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর মেরামত করণ।	২০০০০০.০০	
৭		পশ্চিম রামখানা হাফেজিয়া মাদরাসার ঘর মেরামত করণ।	২০০০০০.০০	
৮		পশ্চিম রামখানা আকবর আলীর বাড়ীর পাশের কবর স্থানের পুকুরের গাইড ওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	
৯		বিএসসি মোড়ের রাস্তার পাশের পুকুরের গাইড ওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	
১০		নাগেশ্বরী উপজেলাধীন সাব-রেজিষ্ট্রার অফিস এর দলিল লেখকের ঘর নির্মাণ করণ।	২০০০০০.০০	
১১		হাজীপাড়া জামে মসজিদ এর দোতলার কলাম নির্মাণ।	২০০০০০.০০	
১২		বেরুবাড়ী আবাসন এর ড্রেন নির্মাণ।	২০০০০০.০০	
১৩		নাগেশ্বরী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাঠের ব্রেঞ্চ সরবরাহ করণ।	২০০০০০.০০	
১৪		হাসনাবাদ আর্দশ জনতা বিদ্যা বিতান উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার করণ।	২০০০০০.০০	
১৫		কেরামতিয়া দ্বিমূখী উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার করণ।	২০০০০০.০০	
১৬		নাগশ্বরী হাজীপাড়া দারুন নুর জামে মসজিদের ছাদ নির্মাণ।	২০০০০০.০০	
১৭		নাগেশ্বরী মুক্ত মঞ্চের পাশে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	
১৮		কেদার ইউ'পি ঢলুয়াবাড়ী আমিনুল সুপারেন্টেনের বাড়ীর হতে জাহাঙ্গীরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ।	২০০০০০.০০	
১৯		উপজেলা আনছার ভিডিপি ক্যাম্পের পোষ্ট নির্মাণ।	১০০০০০.০০	
২০		নাগেশ্বরী মহিলা কলেজের মুক্তিযোদ্ধা কর্ণার নির্মাণ।	৬৫০০০.০০	
২১		রায়গঞ্জ ২নং ওয়ার্ডের পূর্ব সোনাইর খামার আইয়ুব এর বাড়ীর সামনে রাস্তায় ইউ-ড্রেন নির্মাণ।	৭৫০০০.০০	
২২		নেওয়াশী ৭নং ওয়ার্ডে মোল্লাপাড়া নুরুল হক এর বাড়ীর রাস্তায় ইউ-ড্রেন নির্মাণ।	৭৫০০০.০০	
২৩		সন্তোষপুর ৩নং ওয়ার্ডে পূর্ব পাড়া গোলজারের এর বাড়ীর রাস্তায় ইউ-ড্রেন নির্মাণ।	৭৫০০০.০০	
২৪		সন্তোষপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে নলকুপ স্থাপন।	১৫০০০০.০০	
২৫		রায়গঞ্জ ইউ'পির ৩নং ওয়ার্ডের কুড়ারপাড় শাহজামাল এর বাড়ীর সামনে ইউ-ড্রেন নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	

২৬		কেদার ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে শামছুল মাষ্টারের বাড়ীর মসজিদের ল্যাট্রিন ও প্রসাব খানা নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	
		উপ-মোট =	**৪৪৪০০০০.০০**	
২৭		কচাকাটা ইউ'পি ইন্দ্রগড় ব্যাপারীটারী কবরস্থান এর বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	
২৮		ভিতরবন্দ ইউ'পির হাতিবান্দা মসজিদ মেরামত করণ।	২০০০০০.০০	
২৯		নাগেশ্বরী শিশু বিতান স্কুল সংস্কর করণ।	১০০০০০০.০০	
৩০		রামখানা ইউ'পির বাশের ভিটা জামে মসজিদ মেরামত করণ।	৩০০০০০.০০	
৩১		রামখানা ইউ'পির আজমাতা উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার।	৩০০০০০.০০	
৩২		সন্তোষপুর ইউ'পির ছিলাখানা উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার।	২০০০০০.০০	
৩৩		নুনখাওয়া ইউ'পির নুনখাওয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার করণ।	২০০০০০.০০	
৩৪		বল্লভপুর হাজিপাড়া কবর স্থান সংস্কার করণ।	২০০০০০.০০	
৩৫		সন্তোষপুর ইউ'পির হরিবোলারকুটি আব্বাছ হাজী নুরানী ও হাফিজিয়া মাদরাসা সংস্কার করণ।	২০০০০০.০০	
৩৬		সমাজ কল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার করণ।	২০০০০০.০০	
৩৭		কেদার ইউ'পির টাপুরগ্রাম ঈদগাহ মাঠের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	
৩৮		রায়গঞ্জ ইউ'পির সোনাইর খামার দাখিল মাদরাসার সংস্কার করণ।	৩০০০০০.০০	
৩৯		মধ্যকুটি পয়ড়াডাঙ্গা কবর স্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ (মধ্যকুটি পয়ড়াডাঙ্গা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় সংলগ্ন)।	২০০০০০.০০	
৪০		রায়গঞ্জ ইউ'পির রায়গঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার করণ।	৩০০০০০.০০	
৪১		রামখানা ইউ'পির ভাতের ভিটা কবর স্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	
৪২		বল্লভেরখাস ইউ'পির ব্রক্ষত্তর কবর স্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	
৪৩		উত্তর সুখাতি লাল স্কুল মোড় বাইতুন-নুর জামে মসজিদ সংস্কার করণ।	২০০০০০.০০	
৪৪		উত্তর সুখাতি বাইতুল হুদা জামে মসজিদ সংস্কার করণ।	২০০০০০.০০	
৪৫		মোক্তারকুটি পুরাতন জামে মসজিদ সংস্কার করণ।	২০০০০০.০০	
৪৬		রামখানা ইউ'পির তালুকদার পাড়া জামে মসজিদের টাইলস করণ।	২০০০০০.০০	
৪৭		৭নং ওয়ার্ডে দবদবি পাড়া কবর স্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	১০০০০০.০০	
৪৮		নাগেশ্বরী উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নের নলকুপ স্থাপন	১০০০০০.০০	
৪৯		রামখানা ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে এর আলহাজ্ব ইসমাইল হোসেন নুরানী ও হাফিজিয়া মাদরাসার ঘর মেরামত করণ।	১০০০০০.০০	
৫০		রায়গঞ্জ ইউ'পির সাপখাওয়া উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার করণ।	১৫০০০০.০০	
৫১		নাগেশ্বরী উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা অফিসের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	
৫২	রামখানা	রামখানা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের চান্দের হাট বালিকা বিদ্যালয়ের উত্তর পার্শ্বে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	
৫৩		৮নং ওয়ার্ডের নাখারগঞ্জ আর্দশ বালিকা বিদ্যালয়ের উত্তর পশ্চিম পার্শ্বে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	১০০০০০.০০	
৫৪	রায়গঞ্জ	রায়গঞ্জ বাজার মসজিদ মেরামত করণ।	১০০০০০.০০	
৫৫		পশ্চিম রায়গঞ্জ বালাবাড়ী ঈদগাহ মাঠেরবাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	১০০০০০.০০	

৫৬		বড়বাড়ী গ্রামের আফাজ উদ্দিন মন্ডলের বাড়ী সামনের গাইড ওয়াল নির্মাণ।	১০০০০০.০০	
৫৭	বামনডাঙ্গা	বামনডাঙ্গা ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের মোসলেম ব্যাপারীর বাড়ীর সামন হতে নুরুল ইসলামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ ।	৩০০০০০.০০	
৫৮	বেরুবাড়ী	বেরুবাড়ী ইউনিয়নের চর বেরুবাড়ী চেয়ারম্যানপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	
৫৯		চর রহমানের কুটি ঈদগাহ মাঠের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	
৬০	সন্তোষপুর	সন্তোষপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের ছিটটারী ছলু মাঝির বাড়ীর পাশে ইউ-ড্রেন নির্মাণ।	৭৫০০০.০০	
৬১		৬নং ওয়ার্ডের বানিয়াটারী আহমদ মাষ্টারের বাড়ীর পাশে ইউ-ড্রেন নির্মাণ।	৭৫০০০.০০	
৬২		৯নং ওয়ার্ডের হাজিটারী মোতালেব এর বাড়ীর উত্তর পাশে ইউ-ড্রেন নির্মাণ।	৭৫০০০.০০	
৬৩		৪নং ওয়ার্ডের কাইটটারী লুৎফরের বাড়ীর পাশে ইউ-ড্রেন নির্মাণ।	৭৫০০০.০০	
৬৪	নেওয়াশী	নেওয়াশী ইউনিয়নে ১নং ওয়ার্ডে ব্যাংদোলা ব্রীজের মোড় হতে মজিদ মিস্ত্রির বাড়ীর সামন পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ।	৩০০০০০.০০	
৬৫	হাসনাবাদ	হাসনাবাদ ইউনিয়নে দক্ষিণ ব্যাপারীহাট স্কুল এন্ড কলেজের ঘর নির্মাণ।	৩০০০০০.০০	
৬৬		হাসনাবাদ ইউ'পির ১নং ওয়ার্ডের মহৎ আলী, মকবুল হোসেন ও আঃ ওহারের বাড়ীর নিকট ১টি করে মোট ৩টি রিং কালভার্ট নির্মাণ।	১২০০০০.০০	
৬৭		হাসনাবাদ ইউ'পির বলাইয়ের পাঠ (কানিবাড়ী) জামে মসজিদ মেরামত করণ।	১৮৬৭০৮.০০	
৬৮	ভিতরবন্দ	ভিতরবন্দ বাজার চার মাথায় তারাপদ ভৌমিক সড়কে পূর্ব মাথায় গেট/তোরন নির্মাণ।	৩০০০০০.০০	
৬৯	কালিগঞ্জ	কালীগঞ্জ ইউনিয়নে শীবনাথের বস ইসমাইলের বাড়ীর সামনে নতুন ঈদগাহ মাঠের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	৩০০০০০.০০	
৭০	নুনখাওয়া	নুনখাওয়া ইউনিয়নের সাহেবগঞ্জ পাঁকার মাথার হইতে আশ্রয়নের দিকে রাস্তা আরসিসি করণ।	৩০০০০০.০০	
৭১	নারায়নপুর	নারায়নপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বংশির চর ফজলের মসজিদ মেরামত করণ।	৭০০০০.০০	
৭২		৩নং ওয়ার্ডের বংশির চর ডুবা মসজিদ মেরামত করণ।	৬০০০০.০০	
৭৩		৪নং ওয়ার্ডের উত্তর ঝাউকুটি জেলাল এর বাড়ীর সামনে মসজিদ মেরামত করণ।	৫০০০০.০০	
৭৪		৪নং ওয়ার্ডের ঝাউকুটি দারগের এর বাড়ীর সামনে মসজিদ মেরামত করণ।	৫০০০০.০০	
৭৫		৩নং ওয়ার্ডের মাঝিয়ালীর চর আইনুদ্দিন এর বাড়ীর সামনে মসজিদ মেরামত করণ।	৫০০০০.০০	
৭৬	বল্লভেরখাস	বল্লভেরখাস ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের মমিনগঞ্জ কেরামতিয়া দাখিল মাদারাসার বারান্দা পাকা করন।	১০০০০০.০০	
৭৭		৮নং ওয়ার্ডের রঘুরভিটা জামে মসজিদের ওযুখানা নির্মাণ।	২০০০০০.০০	
৭৮	কেদার	কেদার ইউ'পির ২নং ওয়ার্ডের মন্ডটারী গ্রামের শহীদ পাগলার বাড়ীর সামান হতে হোসেন এর বাড়ী সামন পর্যন্ত আরসিসি করণ।	৩০০০০০.০০	
৭৯	কচাকাটা	কচাকাটা ইউনিয়নে ৪নং ওয়ার্ডে ব্যাপারীটারী গ্রামের কবরস্থান হতে মাহবুবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ।	৩০০০০০.০০	
৮০		জ্বালানী ও আনুষাঙ্গিক ব্যয়	৭৪০০০.০০	
		উপ-মোট =	**১০৩৬০৭০৮.০০**	
		সর্বমোট =	**১৪৮০০৭০৮.০০**	

৬.২ প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ (অর্থ বছর ২০২১-২২)

প্রকল্পের বিবরণ						অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ
পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের শিরোনাম	বিবরণ	অভিষ্ট/পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/ পুরুষ/ শিশু/ প্রতিবন্ধি)	খাত	অবস্থান	আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	দায়িত্বশীল সংস্থা
১	নারায়নপুর ইউপি ডুমুরদহ উচ্চ বিদ্যালয় মেরামত করণ।	শিক্ষণ পরিবেশ উন্নত হবে	১ টি	শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ আগষ্ট ২০২১	৩১ ডিসেম্বর ২০২১	মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	২০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২	চৌবাড়ী পয়ড়াডাঙ্গা দূর্গা মন্দির মেরামত করণ।	পবিত্রতা রক্ষা পাবে	৩০ টি	উপজেলা জনগন	কৃষি ও সেচ অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ আগষ্ট ২০২১	৩১ ডিসেম্বর ২০২১	উপজেলা কৃষি বিভাগ	২০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩	বন বিভাগের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	সরকারী সম্পদ সুরক্ষিত থাকবে	৩০ টি	উপজেলা জনগন	কৃষি ও সেচ অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ আগষ্ট ২০২১	৩১ ডিসেম্বর ২০২১	উপজেলা কৃষি বিভাগ	২০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪	পূর্ব রামখানা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর মেরামত করণ।	শিক্ষণ পরিবেশ উন্নত হবে	১ টি	শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ আগষ্ট ২০২১	৩১ ডিসেম্বর ২০২১	মাধ্যমিক শিক্ষা	২০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫	পশ্চিম রামখানা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর মেরামত করণ।	শিক্ষণ পরিবেশ উন্নত হবে	১ টি	শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ আগষ্ট ২০২১	৩১ ডিসেম্বর ২০২১	উপজেলা কৃষি বিভাগ	২০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৬	বেরুবাড়ী ইউপির শালমারা ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর মেরামত করণ।	শিক্ষণ পরিবেশ উন্নত হবে	১ টি	শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩১ মে, ২০২২	এলজিইডি	২০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

৭	পশ্চিম রামখানা হাফেজিয়া মাদরাসার ঘর মেরামত করণ।	শিক্ষণ পরিবেশ উন্নত হবে	১ টি	শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ আগষ্ট ২০২১	৩১ ডিসেম্বর ২০২১	উপজেলা কৃষি বিভাগ	২০০০০ ০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৮	পশ্চিম রামখানা আকবর আলীর বাড়ীর পাশের কবর স্থানের পুকুরের গাইড ওয়াল নির্মাণ।	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	৩০মি.	২৫০০ জন	যোগাযোগ	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ আগষ্ট, ২০২১	৩০ জুন, ২০২২	জনস্বাস্থ্য	২০০০০ ০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৯	বিএসসি মোড়ের রাস্তার পাশের পুকুরের গাইড ওয়াল নির্মাণ।	টেকসই সড়ক নির্মিত হবে	১ টি	উপজেলা জনগন	যোগাযোগ	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ আগষ্ট ২০২১	৩১ ডিসেম্বর ২০২১	উপজেলা কৃষি বিভাগ	২০০০০ ০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১০	নাগেশ্বরী উপজেলাধীন সাব-রেজিষ্ট্রার অফিস এর দলিল লেখকের ঘর নির্মাণ করণ।	সরকারী সম্পদেও নিরাপত্তা	১টি	উপজেলা জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ আগষ্ট ২০২১	৩১ ডিসেম্বর ২০২১	এলজিইডি	২০০০০ ০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১১	হাজীপাড়া জামে মসজিদ এর দোতলার কলাম নির্মাণ।	পবিত্রতার সহিত ধর্মিও/ইবাদতের পরিবেশ সৃষ্টি হবে	১টি	উপজেলা জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ আগষ্ট ২০২১	৩১ ডিসেম্বর ২০২১	উপজেলা কৃষি বিভাগ	২০০০০ ০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১২	বেরুবাড়ী আবাসন এর ড্রেন নির্মাণ।	জলাবদ্ধতা দূরীভূত হবে	১টি	উপজেলা জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ আগষ্ট ২০২১	৩১ ডিসেম্বর ২০২১	মাধ্যমিক শিক্ষা	২০০০০ ০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১৩	নাগেশ্বরী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাঠের বেঞ্চ সরবরাহ করণ।	শিক্ষণ পরিবেশ উন্নত হবে	৫০ জোড়া.	সকল শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ নভেম্বর, ২০২১	৩০ জুন, ২০২২	এলজিইডি	২০০০০ ০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১৪	হাসনাবাদ আর্দশ জনতা বিদ্যা বিতান উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার করণ।	শিক্ষণ পরিবেশ উন্নত হবে	১ টি	সকল শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ অক্টোবর, ২০২১	৩০ জুন, ২০২২	জনস্বাস্থ্য	২০০০০ ০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

১৫	কেরামতিয়া দ্বিমূখী উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার করণ।	শিক্ষণ পরিবেশ উন্নত হবে	১ টি	সকল শিক্ষার্থী	শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ আগষ্ট ২০২১	৩১ ডিসেম্বর ২০২১	উপজেলা কৃষি বিভাগ	২০০০০ ০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১৬	নাগশ্বরী হাজীপাড়া দারুন নুর জামে মসজিদের ছাদ নির্মাণ।	পবিত্রতার সহিত ধর্মিও/ইবাদতের পরিবেশ সৃষ্টি হবে	১ টি	২৫০০ জন	যোগাযোগ ও ভৌত	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ অক্টোবর, ২০২১	৩০ জুন, ২০২২	জনস্বাস্থ্য	২০০০০ ০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১৭	নাগেশ্বরী মুক্ত মঞ্চের পাশে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	সরকারী সম্পদ সুরক্ষিত হবে	১ টি	উপজেলা জনগন	অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ আগষ্ট ২০২১	৩১ ডিসেম্বর ২০২১	উপজেলা কৃষি বিভাগ	২০০০০ ০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১৮	কেদার ইউ'পি ঢলুয়াবাড়ী আমিনুল সুপারেন্টেনের বাড়ীর হতে জাহাঙ্গীরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ।	টেকসই গ্রমিীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	৫০ টি	উপজেলা জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ আগষ্ট ২০২১	৩১ ডিসেম্বর ২০২১	উপজেলা কৃষি বিভাগ	২০০০০ ০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১৯	উপজেলা আনছার ভিডিপি ক্যাম্পের পোষ্ট নির্মাণ।	নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে	১ টি	উপজেলা জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ আগষ্ট ২০২১	৩১ ডিসেম্বর ২০২১	উপজেলা কৃষি বিভাগ	১০০০০ ০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২০	নাগেশ্বরী মহিলা কলেজের মুক্তিযোদ্ধা কর্ণার নির্মাণ।	মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা হবে	৫০০ মি.	উপজেলা জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ আগষ্ট, ২০২১	৩০ জুন, ২০২২	এলজিইডি	৬৫০০০. ০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২১	রায়গঞ্জ ২নং ওয়ার্ডের পূর্ব সোনাইর খামার আইয়ুব এর বাড়ীর সামনে রাস্তায় ইউ-ড্রেন নির্মাণ।	জলাবদ্ধতা দূরীভূত হবে	৩০ টি	স্থানীয় জনগন	মহিলা ও শিশু	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ আগষ্ট ২০২১	৩১ ডিসেম্বর ২০২১	মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	৭৫০০০. ০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

২২	নেওয়াশী ৭নং ওয়ার্ডে মোল্লাপাড়া নুরুল হক এর বাড়ীর রাস্তায় ইউ-ড্রেন নির্মাণ।	জলাবদ্ধতা দূরীভূত হবে	১ টি	স্থানীয় জনগন	মহিলা ও শিশু	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ আগষ্ট ২০২১	৩১ ডিসেম্বর ২০২১	মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	৭৫০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৩	সন্তোষপুর ৩নং ওয়ার্ডে পূর্ব পাড়া গোলজারের এর বাড়ীর রাস্তায় ইউ-ড্রেন নির্মাণ।	জলাবদ্ধতা দূরীভূত হবে	১ টি	স্থানীয় জনগন	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ আগষ্ট, ২০২১	৩০ জুন, ২০২২	এলজিইডি	৭৫০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৪	সন্তোষপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে নলকুপ স্থাপন।	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	১০টি	স্থানীয় জনগন	জনস্বাস্থ্য	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী, ২০২২	৩০ জুন, ২০২২	এলজিইডি	১৫০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৫	রায়গঞ্জ ইউ'পির ৩নং ওয়ার্ডের কুড়ারপাড় শাহজামাল এর বাড়ীর সামনে ইউ-ড্রেন নির্মাণ।	জলাবদ্ধতা দূরীভূত হবে	১ টি	স্থানীয় জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী, ২০২২	৩০ জুন, ২০২২	এলজিইডি	১৫০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৬	কেদার ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে শামছুল মাষ্টারের বাড়ীর মসজিদের ল্যাট্রিন ও প্রসাব খানা নির্মাণ।	এলাকার জনগন উপকৃত হবেন	১ টি	২৫০০ জন	যোগাযোগ ও ভৌত	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ অক্টোবর, ২০২১	৩০ জুন, ২০২২	এলজিইডি	১৫০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৭	কচাকাটা ইউ'পি ইন্দ্রগড় ব্যাপারীটারী কবরস্থান এর বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	পবিত্রতা রক্ষা পাবে	৪০০ মি.	৩০০০ জন	যোগাযোগ ও ভৌত	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী, ২০২২	৩০ জুন, ২০২২	এলজিইডি	২০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৮	ভিতরবন্দ ইউ'পির হাতিবান্দা মসজিদ মেরামত করণ।	পবিত্রতার সহিত ধর্মিও/ইবাদতের পরিবেশ সৃষ্টি হবে	১ টি	স্থানীয় জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী, ২০২২	৩০ জুন, ২০২২	এলজিইডি	২০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৯	নাগেশ্বরী শিশু বিতান স্কুল সংস্কর করণ।	শিক্ষণ পরিবেশ উন্নত হবে	১ টি	শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী, ২০২২	৩০ জুন, ২০২২	মাধ্যমিক শিক্ষা	১০০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

৩০	রামখানা ইউ'পির বাশের ভিটা জামে মসজিদ মেরামত করণ।	পবিত্রতার সহিত ধর্মিও/ইবাদতের পরিবেশ সৃষ্টি হবে	১ টি	স্থানীয় জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী, ২০২২	৩০ জুন, ২০২২	মাধ্যমিক শিক্ষা	৩০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩১	রামখানা ইউ'পির আজমাতা উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার।	শিক্ষণ পরিবেশ উন্নত হবে	১ টি	শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী, ২০২২	৩০ জুন, ২০২২	মাধ্যমিক শিক্ষা	৩০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩২	সন্তোষপুর ইউ'পির ছিলাখানা উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার।	শিক্ষণ পরিবেশ উন্নত হবে	১ টি	শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী, ২০২২	৩০ জুন, ২০২২	মাধ্যমিক শিক্ষা	২০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৩	নুনখাওয়া ইউ'পির নুনখাওয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার করণ।	শিক্ষণ পরিবেশ উন্নত হবে	১ টি	শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	২০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৪	বল্লভপুর হাজিপাড়া কবর স্থান সংস্কার করণ।	পবিত্রতা রক্ষা পাবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	২০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৫	সন্তোষপুর ইউ'পির হরিবোলারকুটি আব্বাছ হাজী নুরানী ও হাফিজিয়া মাদরাসা সংস্কার করণ।	শিক্ষণ পরিবেশ উন্নত হবে	১ টি	শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	২০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৬	সমাজ কল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার করণ।	শিক্ষণ পরিবেশ উন্নত হবে	১ টি	শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	২০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

৩৭	কেদার ইউ'পির টাপুরগ্রাম ঈদগাহ মাঠের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	পবিত্রতা রক্ষা পাবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	২০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৮	রায়গঞ্জ ইউ'পির সোনাইর খামার দাখিল মাদরাসার সংস্কার করণ।	শিক্ষণ পরিবেশ উন্নত হবে	১ টি	শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	৩০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৯	মধ্যকুটি পয়ড়াডাঙ্গা কবর স্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ (মধ্যকুটি পয়ড়াডাঙ্গা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় সংলগ্ন)।	পবিত্রতা রক্ষা পাবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	২০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪০	রায়গঞ্জ ইউ'পির রায়গঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার করণ।	শিক্ষণ পরিবেশ উন্নত হবে	১ টি	শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	৩০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪১	রামখানা ইউ'পির ভাতের ভিটা কবর স্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	পবিত্রতা রক্ষা পাবে	১টি	২০০ জন	শিক্ষা, যোগাযোগ ও ভৌত	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী, ২০২২	৩০ জুন, ২০২২	মাধ্যমিক শিক্ষা	২০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪২	বল্লভেরখাস ইউ'পির ব্রক্ষত্তর কবর স্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	পবিত্রতা রক্ষা পাবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	২০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪৩	উত্তর সুখাতি লাল স্কুল মোড় বাইতুন-নুর জামে মসজিদ সংস্কার করণ।	পবিত্রতার সহিত ধর্মিও/ইবাদতের পরিবেশ সৃষ্টি হবে	১ টি	স্থানীয় জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	২০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪৪	উত্তর সুখাতি বাইতুল হুদা জামে মসজিদ সংস্কার করণ।	পবিত্রতার সহিত ধর্মিও/ইবাদতের পরিবেশ সৃষ্টি হবে	১ টি	স্থানীয় জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	২০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

৪৫	মোক্তারকুটি পুরাতন জামে মসজিদ সংস্কার করণ।	পবিত্রতার সহিত ধর্মিও/ইবাদতের পরিবেশ সৃষ্টি হবে	১ টি	স্থানীয় জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	২০০০০ ০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪৬	রামখানা ইউপির তালুকদার পাড়া জামে মসজিদের টাইলস করণ।	পবিত্রতার সহিত ধর্মিও/ইবাদতের পরিবেশ সৃষ্টি হবে	১ টি	স্থানীয় জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	২০০০০ ০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪৭	৭নং ওয়ার্ডে দবদবি পাড়া কবর স্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	পবিত্রতা রক্ষা পাবে	১ টি	স্থানীয় জনসাধারন	শিক্ষা, যোগাযোগ ও ভৌত	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	১০০০০ ০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪৮	নাগেশ্বরী উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নের নলকুপ স্থাপন	সু-পেয় পানির সহজলভ্যতা সৃষ্টি হবে	১০ টি	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	১০০০০ ০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪৯	রামখানা ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে এর আলহাজ্ব ইসমাইল হোসেন নুরানী ও হাফিজিয়া মাদরাসার ঘর মেরামত করণ।	শিক্ষণ পরিবেশ উন্নত হবে	টি	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	১০০০০ ০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫০	রায়গঞ্জ ইউপির সাপখাওয়া উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার করণ।	শিক্ষণ পরিবেশ উন্নত হবে	১ টি	শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	১৫০০০ ০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫১	নাগেশ্বরী উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা অফিসের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	১৫০০০ ০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫২	রামখানা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের চান্দের হাট বালিকা বিদ্যালয়ের উত্তর পার্শ্বে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	বিদ্যালয়ের পরিবেশ সু-রক্ষিত থাকবে	১ টি	শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	২০০০০ ০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

৫৩	৮নং ওয়ার্ডের নাখারগঞ্জ আর্দশ বালিকা বিদ্যালয়ের উত্তর পশ্চিম পার্শ্বে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	বিদ্যালয়ের পরিবেশ সু-রক্ষিত থাকবে	১ টি	শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	১০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫৪	রায়গঞ্জ বাজার মসজিদ মেরামত করণ।	পবিত্রতার সহিত ধর্মিও/ইবাদতের পরিবেশ সৃষ্টি হবে	১ টি	স্থানীয় জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	মহিলা বিষয়ক	১০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫৫	পশ্চিম রায়গঞ্জ বালাবাড়ী ঈদগাহ মাঠেরবাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	পবিত্রতার সহিত ধর্মিও/ইবাদতের পরিবেশ সৃষ্টি হবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	১০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫৬	বড়বাড়ী গ্রামের আফাজ উদ্দিন মন্ডলের বাড়ী সামনের গাইড ওয়াল নির্মাণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	১ টি	স্থানীয় জনসাধারন	শিক্ষা, যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	১০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫৭	বামনডাঙ্গা ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের মোসলেম ব্যাপারীর বাড়ীর সামন হতে নুরুল ইসলামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	৩০০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫৮	বেরুবাড়ী ইউনিয়নের চর বেরুবাড়ী চেয়ারম্যানপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	সরকারী সম্পদ সুরক্ষিত থাকবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	১৫০০০০.০০	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫৯	চর রহমানের কুটি ঈদগাহ মাঠের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	পবিত্রতার সহিত ধর্মিও/ইবাদতের পরিবেশ সৃষ্টি হবে	১২ মি	৮০০০ জন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জুলাই ২০২১	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	১৫০০০০.০০	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	উপজেলা পরিষদ
৬০	সন্তোষপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের ছিটটারী ছলু মাঝির বাড়ীর পাশে ইউ-ড্রেন নির্মাণ।	জলাবদ্ধতা দুর হবে	১ টি	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	৭৫০০০.০০	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ ব্যক্তি খাত	উপজেলা পরিষদ

৬১	৬নং ওয়ার্ডের বানিয়াটারী আহমদ মাষ্টারের বাড়ীর পাশে ইউ-ড্রেন নির্মাণ।	জলাবদ্ধতা দুর হবে	১ টি	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জুলাই ২০২১	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	৭৫০০০.০০	এডিপি/ইউনিয়ন রাজস্ব	উপজেলা পরিষদ
৬২	৯নং ওয়ার্ডের হাজিটারী মোতালেব এর বাড়ীর উত্তর পাশে ইউ-ড্রেন নির্মাণ।	জলাবদ্ধতা দুর হবে	১ টি	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	৭৫০০০.০০	এডিপি/উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৬৩	৪নং ওয়ার্ডের কাইটটারী লুৎফরের বাড়ীর পাশে ইউ-ড্রেন নির্মাণ।	জলাবদ্ধতা নিরসন হবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	৭৫০০০.০০	এডিপি/উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৬৪	নেওয়াশী ইউনিয়নে ১নং ওয়ার্ডে ব্যাংদোলা ব্রীজের মোড় হতে মজিদ মিস্ত্রির বাড়ীর সামন পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	৩০০০০০.০০	এডিপি/উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৬৫	হাসনাবাদ ইউনিয়নে দক্ষিণ ব্যাপারীহাট স্কুল এন্ড কলেজের ঘর নির্মাণ।	উন্নত শিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি হবে	১ টি	শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	৩০০০০০.০০	এডিপি	
৬৬	হাসনাবাদ ইউ'পির ১নং ওয়ার্ডের মহৎ আলী, মকবুল হোসেন ও আঃ ওহারের বাড়ীর নিকট ১টি করে মোট ৩টি রিং কালভার্ট নির্মাণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	১ টি	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	১২০০০০.০০	এডিপি ও ইউজিডিপ	
৬৭	হাসনাবাদ ইউ'পির বলাইয়ের পাঠ (কানিবাড়ী) জামে মসজিদ মেরামত করণ।	পবিত্রতার সহিত ধর্মিও/ইবাদতের পরিবেশ সৃষ্টি হবে	১ টি	স্থানীয় জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	১৮৬৭০৮.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৬৮	ভিতরবন্দ বাজার চার মাথায় তারাপদ ভৌমিক সড়কে পূর্ব মাথায় গেট/তোরন নির্মাণ।	সীমানা চিহ্নিত থাকবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	৩০০০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ

৬৯	কালীগঞ্জ ইউনিয়নে শীবনাথের বস ইসমাইলের বাড়ীর সামনে নতুন ঈদগাহ মাঠের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	পবিত্রতা রক্ষা পাবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	৩০০০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৭০	নুনখাওয়া ইউনিয়নের সাহেবগঞ্জ পাঁকার মাথার হইতে আশ্রয়নের দিকে রাস্তা আরসিসি করণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	২০০ মি.	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	৩০০০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৭১	নারায়নপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বংশির চর ফজলের মসজিদ মেরামত করণ।	পবিত্রতার সহিত ধর্মিও/ইবাদতের পরিবেশ সৃষ্টি হবে	১ টি	স্থানীয় জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জানুয়ারী ২০২২	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	৭০০০০.০০	ইউজিডিপ	উপজেলা পরিষদ
৭২	৩নং ওয়ার্ডের বংশির চর ডুবা মসজিদ মেরামত করণ।	পবিত্রতার সহিত ধর্মিও/ইবাদতের পরিবেশ সৃষ্টি হবে	১ টি	স্থানীয় জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জুলাই ২০২১	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	৬০০০০.০০	ইউজিডিপ	উপজেলা পরিষদ
৭৩	৪নং ওয়ার্ডের উত্তর ঝাউকুটি জেলাল এর বাড়ীর সামনে মসজিদ মেরামত করণ।	পবিত্রতার সহিত ধর্মিও/ইবাদতের পরিবেশ সৃষ্টি হবে	১ টি	স্থানীয় জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জুলাই ২০২১	৩০ জুন ২০২২	সমাজসেবা	৫০০০০.০০	ইউজিডিপ	উপজেলা পরিষদ
৭৪	৪নং ওয়ার্ডের ঝাউকুটি দারগের এর বাড়ীর সামনে মসজিদ মেরামত করণ।	পবিত্রতার সহিত ধর্মিও/ইবাদতের পরিবেশ সৃষ্টি হবে	১ টি	স্থানীয় জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জুলাই ২০২১	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	৫০০০০.০০	-	উপজেলা পরিষদ
৭৫	৩নং ওয়ার্ডের মাঝিয়ালীর চর আইনুদ্দিন এর বাড়ীর সামনে মসজিদ মেরামত করণ।	পবিত্রতার সহিত ধর্মিও/ইবাদতের পরিবেশ সৃষ্টি হবে	১ টি	স্থানীয় জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জুলাই ২০২১	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	৫০০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৭৬	বল্লুভেরখাস ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের মমিনগঞ্জ কেরামতিয়া দাখিল মাদারাসার বারান্দা পাকা করন।	শিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি হবে	১ টি	শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জুলাই ২০২১	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	১০০০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ

৭৭	৮নং ওয়ার্ডের রঘুরভিটা জামে মসজিদের ওযুখানা নির্মাণ।	পবিত্রতার সহিত ধর্মিও/ইবাদতের পরিবেশ সৃষ্টি হবে	১ টি	স্থানীয় জনগন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জুলাই ২০২১	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	২০০০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৭৮	কেদার ইউ'পির ২নং ওয়ার্ডের মন্ডটারী গ্রামের শহীদ পাগলার বাড়ীর সামান হতে হোসেন এর বাড়ী সামন পর্যন্ত আরসিসি করণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে				উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জুলাই ২০২১	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	৩০০০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৭৯	কচাকাটা ইউনিয়নে ৪নং ওয়ার্ডে ব্যাপারীটারী গ্রামের কবরস্থান হতে মাহবুবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে				উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জুলাই ২০২১	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	৩০০০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৮০	জ্বালানী ও আনুষাঙ্গিক ব্যয়					উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্থান	১ জুলাই ২০২১	৩০ জুন ২০২২	এলজিইডি	৭৪০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ

সপ্তম অধ্যায়: মূল্যায়ন ও তথ্যচিত্র

৭.১। প্রকল্প/ স্কিম মূল্যায়ন পদ্ধতি

নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদের আওতায় গৃহীত প্রকল্প/স্কিম বাস্তবায়ন অবস্থা মূল্যায়নের জন্য উন্নয়নমূলক কাজের সঠিক তদারকির জন্য মাঠ পর্যায়ে গিয়ে সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। নিয়মিতভাবে স্কিমের কার্যক্রম সম্পর্কে জানা এবং সেগুলো এস্টিমেটের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়। মূলতঃ এ প্রক্রিয়ায় প্রথমে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করে সকল স্কিমের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরূপণ করা হবে। অতঃপর ফিডব্যাক এর মাধ্যমে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় সকল স্কিম/প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সার্বক্ষণিক তদারকি, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রয়োজনীয় যোগান সরবরাহ, নিয়মিত ফলোআপা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবীক্ষণ কাজ করা হয়। পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সার্বিক কার্যক্রমে কোনরূপ রদবদল করতে হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা মাঠ পর্যায়ের সকল সংশ্লিষ্ট অফিসকে জরুরি ভিত্তিতে অবহিত করা হয়ে থাকে এবং সেগুলো উপজেলা পরিষদ সভায় পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে।

মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। মূল্যায়নে দুটি দিকের প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি দেয়া হবে (১) সুপরিকল্পিত পদ্ধতি (২) পূর্ব নির্ধারিত টার্গেট কতটুকু অর্জিত হয়েছে। নিম্নে উল্লেখিত মডেল ব্যবহার করে নাগেশ্বরী উপজেলার বার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত প্রকল্প/ স্কিম মূল্যায়ন কার্যসম্পন্ন করা হবে-

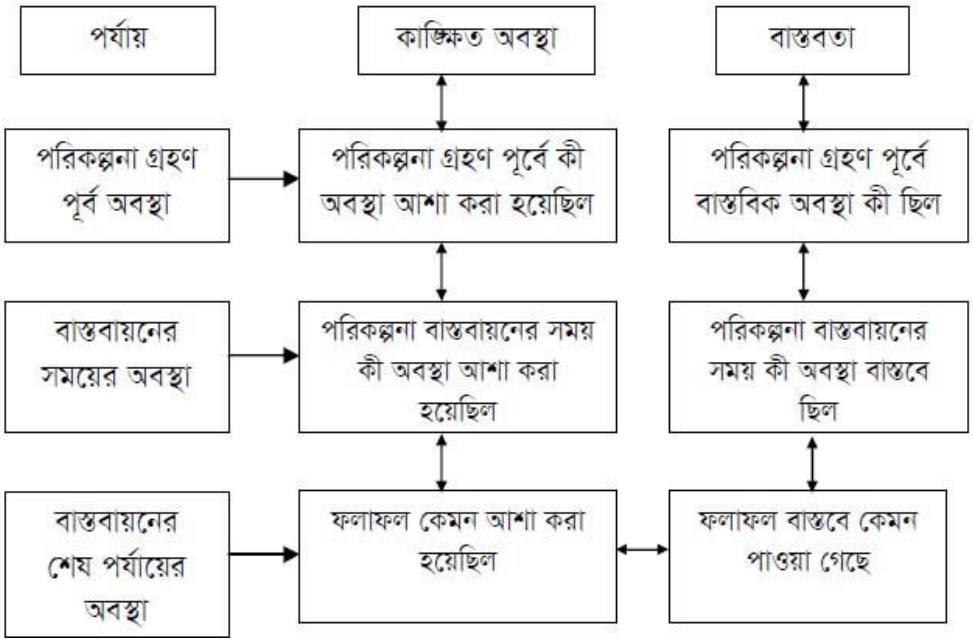

৭.২। সুশাসন নিশ্চিত করার পদ্ধতি

সুশাসন হলো উন্নয়নের চাবিকাঠি। সুশাসন হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ, দায়িত্বশীল ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা যা আইনের শাসনকে নিশ্চিত করে। সুশাসনের এর লক্ষ্য হলো উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা। সুশাসনের প্রধান বৈশিষ্টগুলো হলো- (১) জবাবদিহিতা (২) জনঅংশগ্রহণ (৩) আইনের শাসন (৪) একতা (৫) মানবাধিকারের প্রতি সম্মান (৬) স্বচ্ছতা (৭) তথ্য অধিকার (৮) প্রশাসনিক দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা। উপজেলা প্রশাসনকে জনসেবায় নিয়োজিত করা, কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ও আইনের শাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদ সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বদ্ধ পরিকর। ইতোমধ্যে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনির আওতায় যে সকল কর্মসূচিগুলো চলমান রয়েছে সেগুলো সুবিধাভোগী বাছাইক্ষেত্রে উন্মুক্ত জনসমাবেশের মাধ্যমে বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আলোকে নাগেশ্বরী উপজেলার তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ হয়েছে। সুশাসনের প্রধান বৈশিষ্টগুলোকে যতদুর সম্ভব কার্যকর করে নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদসুশাসন নিশ্চিত করছে। সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্র নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করবে-

- জনগণের অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;
- প্রতি বছর উপজেলা পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট সভা আয়োজন ও জনগণের নিকট উপস্থাপন;
- উন্মুক্ত জনসমাবেশের মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সুবিধাভোগী যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা (উন্নয়ন তহবিল, রাজস্ব আহরণ) জবাবদিহিমূলক করা;
- জনগণের অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- উন্নয়ন তহবিল ব্যবহারে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর সফল বাস্তবায়ন।

৭.৩। নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তাদের নাম, পদবি, মোবাইল নম্বর এবং ইমেইল আইডিসহ ছবি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল নং	টেলিফোন নং
১.	ফারজানা জাহান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭৭৪৪৩৪২৫৫	টেলিঃ ০৫৮২৬-৫৬২০৩ ফ্যাক্সঃ ০৫৮২৬-৫৬১৪৩
২.	আহমেদ সাদাত	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০১৭৭৪৪৩৪২৫৬	০৫৮২৬-৫৬২০৬
৩.	মোঃ শাহরিয়ার হোসেন	উপজেলা কৃষি অফিসার	০১৭১৬৪৩৭৬৪৪	০৫৮২৬-৫৬২০৮
৪.	মোঃ শাহাদৎ হোসেন	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০১৭৬৯৪৫৯৭৫৮	
৫.	ডাঃ মোঃ আশিকুজ্জামান	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	০১৭৮৩১০৩৯৪১	০৫৮২৬-৫৬০১২
৬.	মোঃ জামাল হোসেন	উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার (অ:দা)	০১৭২২৯৪০৭৮৩	০৫৮২৬-৫৬২৪১
৭.	মোঃ ওয়াসিম আতাহার	উপজেলা প্রকৌশলী	০১৭২৩-৩৯৩৫২৯	০৫৮২৬-৫৬২০২
৮.	মোঃ আমিনুর রহমান	উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসার	০১৭৪০৬৩৭৫৫৫	০৫৮২৬-২৫৬৩০৬
৯.	মোঃ মাইদুল ইসলাম	সহকারী প্রোগ্রামার	০১৭৪৩৬৯০৮২৪	
১০.	মোঃ আনোয়ার হোসেন	উপজেলা নির্বাচন অফিসার	০১৫৫০০৪২৫২৬	০৫৮২৬-৫৬২০৪
১১.		সাব রেজিষ্টার	০১৭২৩-৫০৯২৮৮	০৫৮২৬-৫৬০৭৪
১২.	মোঃ নবিউল হাসান	অফিসার ইনচার্জ, নাগেশ্বরী থানা	০১৩২০১৩৩৪৬৪	০৫৮২৬-৫৬২০৯
১৩.	মোঃ গোলাম মর্তুজা	অফিসার ইনচার্জ, কচাকাটা থানা	০১৩২০১৩৩৬৪৬	-
১৪.	মোবাশ্বের আলী	উপজেলা শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)	০১৭২৪৬৯৪২৪৩	০৫৮২৬-৫৬০০৫
১৫.	মোঃ কামরুল ইসলাম	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	০১৭১২-০৩৫২১৫	০৫৮২৬-৫৬০০২
১৬.	মোঃ মকবুল হোসেন	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	০১৭১৬৬৫৪১৭০	০৫৮২৬-৫৬৩২৭
১৭.	মোছাঃ জেবুন নেছা	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	**০১৭১২৭৬৫৬৯৯**	০৫৮২৬-৫৬০১৮
১৮.	মোঃ খাদেমুল ইসলাম	সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	০১৭১৮-০৬৬৮৫০	-
১৯.	আবুল বাসার মোঃ ওবায়দুল্লাহ (অ:দা:)	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার	০১৭১২১০১৯২৫	-
২০.	মোঃ নুরুল আমিন	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	**০১৭১৬৫৪২৬৮৪**	০৫৮২৬-৫৬০১১
২১.	মোঃ মোফাখখারুল ইসলাম	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭৩৮৬১৬০৬২	০৫৮২৬-৫৬১১২
২২.	সৈয়দ আতিকুল হক	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	০১৭১৬২৯০৩৬৭	০৫৮২৬-৫৬২১৪
২৩.	রাজেন চন্দ্র সরকার	উপজেলা আনসার/ভিডিপি কর্মকর্তা	০১৭১৮৪৮০৮০১	০৫৮২৬-৫৬০১৭
২৪.	মোঃ আলমগীর কবীর	সহকারী প্রকৌশলী (বি.এম.ডি.এ)	০১৭১২৭৫৪৩৮১	০৫৮২৬-৫৬১৩৬
২৫.	মোঃ ফিরোজ কবির	সহকারী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল	০১৭৩৭৬৯৫৮৮৫	-
২৬.	মোঃ গোলাম মোস্তফা	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার	**০১৭১৯৫৪৭২৯২**	
২৭.	মোঃ কামরুজ্জামান	ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার	**০১৭১৮৮৩৭৮৪৮**	
২৮.	মোঃ সাদিকুর রহমান	ফরেষ্টার	০১৭১৮৬৭৩০৮৭	-
২৯.	মোঃ শাহজামান	পোষ্ট মাষ্টার	০১৭১০০৫১৮৬৮	০৫৮২৬-৫৬১৪২
৩০.	মোঃ আইয়ুব আলী	ডিজিএম পল্লী বিদ্যুৎ	০১৭৬৯৪০০১৭৯	-

৭.৪। নাগেশ্বরী উপজেলার জনপ্রতিনিধিগণের নাম ও পদবিসহ মোবাইল নম্বর

ক্রমিক নং	চেয়ারম্যানের নাম	পদবী	স্বাক্ষর
১	জনাব মোস্তফা জামান	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	০১৭১৭-৩২১৮৪৫
২	জনাব মোঃ রুকনুজ্জামান শিমু	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	০১৭১৮-০১১৯০৬১
৩	জনাব মোছাঃ আমিনা বেগম	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	০১৭১৭-২০১২৭২

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণের নাম ও মোবাইল নম্বর			
ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	চেয়ারম্যানের নাম	স্বাক্ষর
১	১ নং রামখানা	জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন	০১৭৭৪-৯২৪২৯০
২	২ নং রায়গঞ্জ	জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান	০১৭৪৩-৪৬৯৬৪৫
৩	৩ নং বামনডাঙ্গা	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান রনি	০১৭৮০৯১৩৩৩০
৪	৪ নং বেরুবাড়ী	জনাব মোঃ সোলায়মান আলী	০১৭১৪-৬৭৯২৬৮
৫	৬ নং সন্তোষপুর	মোঃ লিয়াকত আলী (লাকু)	০১৭৩০-৯২০৯৩৩
৬	৭ নং নেওয়াশী	মোঃ মোস্তাফিজার রহমান মুকুল)	০১৭১২-৭৩০১০৫
৭	৮ নং হাসনাবাদ	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান সরকার	০১৭১৪-২৩০৬৭১
৮	৯ নং ভিতরবন্দ	জনাব মোঃ শফিউল আলম শফি	০১৭১৩-৭৭৩২০৮
৯	১০ নং কালীগঞ্জ	জনাব মোঃ রিয়াজুল হক প্রধান	০১৭৩৬-১৮৯৮৭০
১০	১১ নং নুনখাওয়া	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	০১৭১৬-৩৬৯৭১৩
১১	১২ নং নারায়নপুর	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	০১৭৪৬-২৯৫৫৭৬
১২	১৩ নং বল্লভেরখাস	জনাব এসএম আব্দুর রাজ্জাক	০১৭৩০-৮৩৯৯২০
১৩	১৪ নং কেদার	মোঃ ওয়াজিদুল কবির (রাশেদ)	০১৭৫১-৩৬৯৬৬৬
১৪	১৫ নং কচাকাটা	জনাব মোঃ সাহাদত হোসেন মন্ডল	০১৭৩৪-৯৬৯০৬৪

৭.৫ বিগত ২০২০-২১ বছরের উন্নয়ন কর্মকান্ডের কিছু ছবি

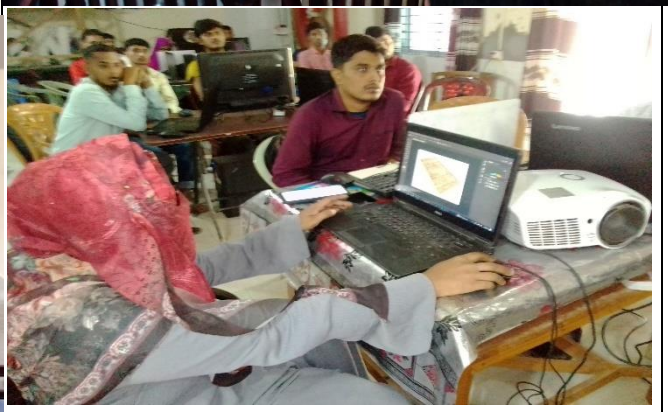

we
GROW
Together